কুরবানি বিষয়ক হাইকোর্টের রীট

তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে

কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ

تعيين الذبيح وبيان تحريفات الكتاب المقدس

تأليف: دكتور خوندكار أبو نصر محمد عبد الله جهانغير

دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،
وأستاذ قسم الحديث بالجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلاديش.

তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানি ও জাবীহুল্লাহ্

ড: খোন্দকার আব্দুল্লাহ্ জাহাঙ্গীর

প্রকাশক
উসামা খোন্দকার
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা)
বি. বি. রোড. ঝিনাইদহ-৭৩০০
ফোন ও ফ্যাক্স: ০৪৫১-৬২৫৭৮; মোবাইল: ০১৭১১১৫২৯৫৪

প্রপ্তিস্থান:
১. দারুশ শরীয়াহ খানকায়ে ফুরফুরা, পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা
২. ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, ২/২ দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩. আল-ফারুক একাডেমী, ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর, ঝিনাইদহ-৭৩০০

প্রকাশ কাল : শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী
সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী

মূল্য: ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

Taurat, Zabur, Injeel O Quraner Aloke Zabeehullah Ke? (According to the Bible and the Quran Who was the sacrificed one?) by Professor Dr. Khandaker Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, Jaman Supur Market, B. B. Road, Jhenidah-7300. September-2010. Price TK 25.00 only.

সূচীপত্র

১. পূর্বকথা /৫

২. বাইবেলের আলোকে জাবীহুল্লাহ /৭

২. ১. অদ্বিতীয় বা একমাত্র পুত্র ইসহাকের কুরবানি /৭
২. ২. ইসহাক জন্ম থেকেই দ্বিতীয় পুত্র, অদ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈল /৮
২. ৩. প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে অগণিত বিকৃতি বিদ্যমান /৯
২. ৩. ১. পিতাকে দাদা বানিয়ে দেওয়া /১০
২. ৩. ২. ৩, ৫ ও ১০-এর কারসাজি /১০
২. ৩. ৩. মাত্র তিন লক্ষের হেরফের /১১
২. ৪. ধর্মের স্বার্থে (!) ইচ্ছাকৃত বিকৃতি /১১
২. ৪. ১. খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ইহূদীদের বিকৃতি /১২
২. ৪. ২. খৃস্টানগণ কর্তৃক বাইবেলের বক্তব্য মুছে ফেলার নমুনা /১২
২. ৪. ৩. খৃস্টানগণ কর্তৃক বাইবেলের মধ্যে সংযোজনের নমুনা /১৩
২. ৫. চুরির উপর সিনাজুরিঃ বিকৃতির সমর্থনে অপব্যাখ্যা /১৪
২. ৫. ১. নবীপরিবার, ঈশ্বরের খৃস্ট ও পুত্রের নামে ব্যভিচারের অপবাদ /১৫
২. ৫. ২. ইসরায়েলীয়গণ অধিকাংশই “দাসীর” সন্তান /১৮
২. ৫. ৩. বাইবেলের শিক্ষানুসারে অবৈধ সন্তান বেশি আশীর্বাদপ্রাপ্ত /১৮
২. ৬. যুক্তি ও বিবেকের আলোকে ইসমাঈলের কুরবানি ও মরুবাস /১৯

৩. কুরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুসারে জাবীহুল্লাহ /২০

৩. ১. কুরআনের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ইসমাঈলই জাবীহুল্লাহ /২০
৩. ২. কুরবানি-কৃত দুম্বার শিংদুটি সংরক্ষিত ছিল /২১
৩. ৩. মুফাস্সিরগণের মতামত ও ইসরায়েলীয় বর্ণনার প্রভাব /২২
৩. ৪. প্রচলিত কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীস ও মতামত /২২

৪. পরমত-সহিষ্ণুতাঃ ইসলাম বনাম খৃস্টধর্ম /২৪

৫. তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল প্রসঙ্গ /২৫

৫. ১. কুরআনের আলোকে তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল /২৬
৫. ২. তারা তাদের গ্রন্থের একাংশ ভুলে গিয়েছে /২৭
৫. ২. ১. মূল ভাষার পাণ্ডলিপির বিলুপ্তি /২৮
৫. ২. ২. অনেক পুস্তকের বিলুপ্তি /২৮
৫. ৩. তারা শব্দকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে /৩০
৫. ৪. নিজে গ্রন্থ রচনা করে আল্লাহর নামে চালানো /৩০
৫. ৪. ১. স্বীকৃত বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান জাল পুস্তকাদি /৩১
৫. ৪. ২. প্রচলিত কিতাবগুলি সবই অপ্রমাণিত ও সূত্র বিহীন /৩৪
৫. ৪. ৩. “বাইবেলের” মধ্যে বিদ্যমান প্রমাণিত জালিয়াতি /৩৭
৫. ৪. ৩. ১. তাওরাত /৩৮
৫. ৪. ৩. ২. যাবূর /৪১
৫. ৪. ৩. ৩. ইঞ্জিল /৪১
৫. ৪. ৪. অশ্লীলতা, বিধর্মী হত্যা ও গণহত্যার নির্দেশ /৪৫
৫. ৪. ৫. আরো কত জাল কিতাব /৪৬
৪. ৪. ৬. কুরআন কারীমই সংরক্ষক-বিচারক /৪৭
৫. ৪. ৭. বাইবেলের সাক্ষ্যেই তা অপূর্ণ /৪৯
৫. ৪. ৮. বাইবেলের সাক্ষ্যেই তা সাম্প্রদায়িক /৫০
৫. ৪. ৯. খৃস্টানগণও ইঞ্জিলে বিশ্বাস করেন না, পরীক্ষা করুন /৫৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানি ও জাবীহুল্লাহ

১. পূর্বকথা

গত আগস্ট-২০১০ খৃস্টাব্দের প্রথম সপ্তাহে কুরবানির বিশুদ্ধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করেন বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট দেব নারায়ণ মহেশ্বর। তিনি দাবি করেন যে, তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল বা "বাইবেলের" বক্তব্যের আলোকে ইসহাকই জাবীহুল্লাহ ছিলেন। কাজেই ইসমাঈলকে জাবীহুল্লাহ বলে যারা প্রচার করেন তারা সকলেই কাফির, জালিম ও ফাসিক। তিনি আইন করে এ বিষয়টিকে সংশোধন করার দাবি করেন। বিষয়টি পর্যালোচনার আগে আমাদের কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা অতীব প্রয়োজন:

প্রথমত: আমরা ইসমাঈল (আ), ইবরাহীম (আ) বা অন্য কারো স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থে, স্মৃতি বা রীতি পালনে "কুরবানি" করি না। হজ্জ ও কুরবানির ঘটনার সাথে ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত। কিন্তু আমরা তাঁদের স্মৃতির জন্য এ সকল ইবাদত পালন করি না। আমরা মহান আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্য কুরবানি করি। মহান আল্লাহ বলেছেন: "অতএব তুমি তোমার রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানি কর।" (সূরা (১০২) কাউসার: ২ আয়াত) আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাত অনুসরণে এগুলি পালন করি। তিনি এগুলি পালন, অনুমোদন ও বিধিবদ্ধ করেছেন বলেই আমরা তা পালন করি। ইবরাহীম (আ)-এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্মৃতি-বিজড়িত বস্তু "মাকাম ইবরাহীম"। কুরআনে মাকামে ইবরাহীমকে সুস্পষ্ট আয়াত বা মুজিযা ও নিদর্শন বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা কেউ মাকামে ইবরাহীম চুম্বন করি না, বরং "হাজারে আসওয়াদ" চুম্বন করি। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরূপই করেছেন।

দ্বিতীয়ত: ইসমাঈল ও ইসহাক উভয়েই মহান আল্লাহর প্রিয় নবী ছিলেন। এদের উভয়ের প্রতি আমাদের ঈমান, ভক্তি ও ভালবাসা সমান। ইসহাক জাবীহুল্লাহ হলেও আমাদের কোনো সমস্যা নেই, যেমন ইসমাঈল জাবীহুল্লাহ হলেও আমাদের অসুবিধা নেই। কুরআন হাদীসের নির্দেশনার আলোকে আমরা ইসমাঈলকে জাবীহুল্লাহ বলি, ইসহাক (আ)-এর অবমূল্যায়ন বা অবমর্যাদার জন্য আমরা এরূপ করি না।

তৃতীয়ত: বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় কুরবানির এ বিষয় সংশোধনের মধ্যে শান্তির কী দেখলেন তা আমরা বুঝলাম না। কোনো মুসলিম যদি এভাবে আদালতে রিট করেন যে, বাইবেলের কোথাও ত্রিত্ববাদ (Trinity) কথাটি নেই এবং যীশুখৃস্টকে মূর্তিমান ঈশ্বর (God Incarnate) বলে কোথাও বলা হয় নি, কাজেই এ কথাগুলি খৃস্টধর্মীয় বইপুস্তক থেকে তুলে দেওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশ দেওয়া হোক, অথবা বেদে কোথাও মুর্তিপূজার কথা নেই বা গোমাংস অবৈধ হওয়ার কথা নেই কাজেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য মুর্তিপূজা নিষিদ্ধ করা হোক, আইন করে গোমাংস খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হোক, অথবা এ সকল কথা যে সকল পাঠ্যপুস্তকে আছে তা পরিবর্তন করা হোক.... তা হলে বিশ্ব শান্তি কতদূর এগোবে? ধর্মীয় বিশ্বাস আইন করে চাপিয়ে দেওয়া বা নিষেধ করার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি কতটুকু শক্তিশালী হবে? আমাদের তো মনে হয়, বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতি যদি উপরের দুটি বিষয়ে আদালতে রীট করতেন তাহলেই শান্তি বেশি অগ্রসর হতো। খৃস্টানদের বাইবেলে কোথাও ত্রিত্ববাদের কথা নেই, বেদে নেই মুর্তিপূজার কথা। কাজেই তিনি যদি আদালতের স্মরণাপন্ন হয়ে ত্রিত্ববাদ ও মুর্তিপূজা সংশোধন করতেন তাহলে বিশ্বের প্রায় সকল মানুষ একেশ্বরবাদী হয়ে যেত এবং প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা হতো। কিন্তু তিনি অন্য দিকে গিয়েছেন।

এবার আমরা কুরবানির ঘটনা পর্যালোচনা করি। কুরআনে কুরবানির ঘটনায় ইসমাঈলের (আ) নাম নেই? তাহলে কি ইসহাকের (আ) নাম আছে? যদি নাম না-থাকার কারণে ইসমাইলের (আ) নাম বলাতে কাফির, জালিম ও ফাসিক হতে হয় তাহলে ইসহাকের (আ) নাম বললে কাফির, জালিম ও ফাসিক হবে না কেন?

বস্তুত কুরআনের বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট যে ইবরাহীম (আ) তাঁর প্রথম পুত্র ইসমাঈলকেই (আ) কুরবানি করেছিলেন। কুরআনের বক্তব্য আমরা একটু পরেই পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। যে বিষয়টি দেব নারায়ণ মহেশ্বরকে বিভ্রান্ত করেছে, তা "পবিত্র বাইবেলের" বক্তব্য। তার রীটের মূল দাবি এই যে, তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি মান্য করা মুসলিমদের দায়িত্ব। আর তাওরাত-ইঞ্জিলে ইসহাককে জাবীহুল্লাহ বলা হয়েছে। কাজেই যারা ইসমাঈলকে জাবীহুল্লাহ বলবে তারা তাওরাত-ইঞ্জিল মান্য না করার কারণে কাফির, ফাসিক ও জালিম। তার দাবি পর্যালোচনার জন্য প্রথমেই তাওরাত-ইঞ্জিলের পরিচয় জানার দরকার। তবে পাঠকদের কৌতুহল মেটাতে প্রথমে আমরা তাওরাত-ইঞ্জিল বা বাইবেলের আলোকে এবং কুরআনের আলোকে কুরবানির বিষয়টি আলোচনা করব। এরপর আমরা তাওরাত-ইঞ্জিলের পরিচয় জানব, ইনশা আল্লাহ।

২. বাইবেলের আলোকে জাবীহুল্লাহ

ইংরেজি "বাইবেল" (Bible) শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে গৃহীত, যার অর্থ "পুস্তক"। ল্যাটিন ভাষায় এবং ইংরেজীতে "পবিত্র পুস্তক" অর্থে "বাইবেল" শব্দটি ব্যবহৃত। পরিভাষাগতভাবে ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলির সমষ্টি একত্রে "বাইবেল" (The Bible) নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে খৃস্টান মিশনারিদের আগমনের পরে বাংলাভাষায় এ গ্রন্থগুলির অনুবাদ হয় এবং "পবিত্র বাইবেল" নামেই

প্রচারিত হয়। পরবর্তীকালে সরলপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কূট-কৌশলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে "ইঞ্জিল শরীফ", "তাওরাত শরীফ" ইত্যাদি নামে এগুলি প্রকাশ করা হয়। এরপর "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে পুরো বাইবেল প্রকাশ করা হয়। এতে "পবিত্র বাইবেল"-এর বিষয়বস্তু ঠিক রেখে ইসলামী পরিভাষাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি মূল "বাইবেলের" পুস্তকগুলির নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়। যেমন "আদিপুস্তক" গ্রন্থটির নাম পরিবর্তন করে" পয়দায়েশ" করা হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনায় "বাইবেল", "কিতাবুল মুকাদ্দাস", তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর ইত্যাদি পরিভাষা ব্যবহার করব। এগুলি সবই একই গ্রন্থের বিভিন্ন নাম মাত্র। পরবর্তীতে আমরা এ বিষয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব, ইনশা আল্লাহ্।

২. ১. অদ্বিতীয় বা একমাত্র পুত্র ইসহাকের কুরবানি

পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকের ২২ অধ্যায়ের বক্তব্য নিম্নরূপ: "১ এই সকল ঘটনার পরে ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে অব্রাহাম; তিনি উত্তর করিলেন, দেখুন, এই আমি। ২ তখন তিনি কহিলেন, তুমি আপন পুত্রকে, **তোমার অদ্বিতীয় পুত্রকে, (কোনো কোনো আরবী বাইবেলে: তোমার প্রথমজাত পুত্রকে) (thine only son)** যাহাকে তুমি ভালবাস, সেই ইস্হাককে লইয়া **মোরিয়া** দেশে যাও, এবং ... তাহার উপরে তাহাকে হোমার্থে বলিদান কর। ... ১০ পরে অব্রাহাম হস্ত বিস্তার করিয়া আপন পুত্রকে বধ করণার্থে খড়্গ গ্রহণ করিলেন। ১১ এমন সময়ে আকাশ হইতে সদাপ্রভুর দূত তাঁহাকে ডাকিলেন, কহিলেন, অব্রাহাম, অব্রাহাম। ... ১২ ... যুবকের প্রতি তোমার হস্ত বিস্তার করিও না, উহার প্রতি কিছুই করিও না, কেননা এখন আমি বুঝিলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, **আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নও**। ১৩ তখন অব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, তাঁহার পশ্চাৎ দিকে একটি মেষ, তাহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ; পরে অব্রাহাম গিয়া সেই মেষটি লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্তে হোমার্থ বলিদান করিলেন। .... ১৫ পরে সদাপ্রভুর দূত দ্বিতীয় বার আকাশ হইতে অব্রাহামকে ডাকিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু বলিতেছেন, ১৬ তুমি এই কার্য করিলে, **আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতে অসম্মত হইলে না**, এই হেতু আমি আমারই দিব্য করিয়া কহিতেছি, ১৭ আমি অবশ্য তোমাকে আশীর্বাদ করিব... ।"

২. ২. ইসহাক জন্ম থেকেই দ্বিতীয় পুত্র, অদ্বিতীয় পুত্র ইসমাঈল

এভাবে বাইবেলে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আ) তার একমাত্র ও অদ্বিতীয় পুত্রকে- কোনো আরবী বাইবেলে: তাঁর প্রথমজাত পুত্রকে- কুরবানি করতে নিয়ে যান। এখানে আমরা আরো দেখছি যে, পুত্রের অদ্বিতীয় হওয়ার বিষয়টির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এর উপরেই মূল আশীর্বাদের ভিত্তি রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ পুত্রটি ছিলেন ইসহাক। যে কোনো বাইবেল-পাঠক বুঝবেন যে, কথাটি "সোনার পাথর-বাটি" ছাড়া কিছুই নয়। কারণ ইসহাক (আ) কখনোই ইবরাহীমের (আ) অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন না, তিনি জন্ম থেকেই ইবরাহীমের (আ) দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। এ বিষয়ে বাইবেলের বক্তব্য দেখুন।

আদিপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ে ইসমাঈলের জন্ম-বিবরণে বলা হয়েছে: "১ অব্রামের স্ত্রী সারী নিঃসন্তানা ছিলেন, এবং হাগার নামে তাঁহার এক মিসরীয়া দাসী ছিল। ... ৩ এইরূপে কনান দেশে অব্রাম দশ বৎসর বাস করিলে পর অব্রামের স্ত্রী সারী আপন দাসী মিসরীয়া হাগারকে লইয়া আপন স্বামী অব্রামের সহিত বিবাহ দিলেন। ... ১৫ পরে হাগার অব্রামের নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিল; আর অব্রাম হাগারের গর্ভজাত আপনার সেই পুত্রের নাম ইশ্মায়েল রাখিলেন। ১৬ অব্রামের ছিয়াশি বৎসর বয়সে হাগার অব্রামের নিমিত্তে ইশ্মায়েলকে প্রসব করিল।"

এবার ইসহাকের জন্ম বিবরণ দেখুন: আদিপুস্তকের ১৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "১ অব্রামের নিরানব্বই বৎসর বয়সে সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিলেন .... ১৫ আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, তুমি তোমার স্ত্রী সারীকে আর সারী বলিয়া ডাকিও না; তাহার নাম সারা [রাণী] হইল। ১৬ আর আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, এবং তাহা হইতে এক পুত্রও তোমাকে দিব; আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিব, তাহাতে সে জাতিগণের [আদিমাতা] হইবে ... অব্রাহাম ঈশ্বরকে কহিলেন, ইশ্মায়েলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক (O that Ishmael might live before thee!) ১৯ তখন ঈশ্বর কহিলেন, তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইস্হাক [হাস্য] রাখিবে। আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে। ২০ আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব। ....."

এরপর ২১ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "... ৫ অব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইস্হাকের জন্ম হয়। .... ১২ আর ঈশ্বর অব্রাহামকে কহিলেন, ... সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে, তাহার সেই কথা শুন; কেননা ইস্হাকেই তোমার বংশ আখ্যাত হইবে।"

এরপর ২৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে: "৮ পরে অব্রাহাম বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া আপন লোকদের নিকটে সংগৃহীত হইলেন। ৯ আর তাঁহার পুত্র ইস্হাক ও ইশ্মায়েল মম্রির সম্মুখে হেতীয় সোহরের পুত্র ইফ্রোণের ক্ষেত্রস্থিত মক্পেলা গুহাতে তাঁহার কবর দিলেন।"

উপরের বক্তব্যগুলি থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, ইবরাহীমের প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আ)। ইসমাঈলের বয়স চৌদ্দ বৎসর হলে দ্বিতীয় পুত্র ইসহাকের জন্ম হয়। ইসমাঈল ১৪ বছর পর্যন্ত অদ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। আর ইসহাক জন্মের মুহূর্ত থেকেই দ্বিতীয় পুত্র হয়ে

জন্মেন। ইসহাকের জন্মের পূর্বে ইসমাঈল ইবরাহীমের প্রিয়তম পুত্র ছিলেন। তাঁর জন্য তিনি হৃদয় দিয়ে দুআ করতেন। ইসমাঈলকে দূর "বনবাসে" পাঠালেও ইবরাহীমের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। তার বড় প্রমাণ যে, পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ছোট ভাই ইসহাকের সাথে একত্রে তাঁকে দাফন করেন।

২. ৩. প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে অগণিত বিকৃতি বিদ্যমান

এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, এখানে কিছু ভুল আছে। হয় 'অদ্বিতীয়' কথাটি ভুল অথবা 'ইসহাক' কথাটি ভুল। কোনটি ভুল, সেটি নির্ধারণ করার আগে আসুন আমরা বাইবেলের এ বিষয়ক সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করি। যেগুলির আলোকে আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারব যে, প্রচলিত বাইবেল কখনোই আক্ষরিকভাবে ঐশ্বরিক বাণী নয় এবং বাইবেলের আক্ষরিক বক্তব্যের উপর নির্ভর করে সত্যাসত্য নির্ণয় সম্ভব নয়।

২. ৩. ১. পিতাকে দাদা বানিয়ে দেওয়া

লূক যীশুর বংশ-তালিকা প্রসঙ্গে লিখেছেন: "ইনি শেলহের পুত্র, ইনি কৈননের পুত্র, ইনি অর্ফকষদের পুত্র" (লূক ৩/৩৬)। অথচ পুরাতন নিয়মে বা তাওরাতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেলহ নিজেই অর্ফকষদের পুত্র ছিলেন, তিনি অর্ফকষদের পৌত্র ছিলেন না। আদিপুস্তক ১০/২৪: "আর অর্ফক্ষদ শেলহের জন্ম দিলেন।" আদিপুস্তক ১/১২-১৩: "অর্ফক্ষদ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শেলহের জন্ম দিলেন।" ১ বংশাবলি ১/১৮-তেও এ কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও অর্ফকষদ ও শেলহের মধ্যে কৈননের নাম উল্লেখ করা হয় নি। তাহলে দেখুন! বাইবেলের সুপরিচিত দুজন ব্যক্তিত্ব পিতা ও পুত্র, তাদের মধ্যে একটি নাম বৃদ্ধি করে পুত্রকে পৌত্র বানিয়ে দেওয়া বাইবেল লেখকদের জন্য কোনো ব্যাপারই নয়।

২. ৩. ২. ৩, ৫ ও ১০-এর কারসাজি

বনী ইসরাঈল তথা ইহূদী-খৃস্টান জাতির মূল পুরুষ ইয়াকূব (ইসরাঈল) (আ)-এর ১২ পুত্র। তাদের একজন বিন্যামীন। তিনি ইউসূফ (আ)-এর আপন ভাই ছিলেন। তাঁর পুত্রগণের বিষয়ে বাইবেলের সাংঘর্ষিক বর্ণনা লক্ষণীয়। ১ বংশাবলির (বংশাবলি ১ম খণ্ড) ৭ম অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের সন্তান- বেলা, বেখর ও যিদীয়েল, তিন জন।" পক্ষান্তরে ১ বংশাবলিরই ৮ম অধ্যায়ের ১ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেলা, দ্বিতীয় অস্‌বেল, তৃতীয় অহর্হ, চতুর্থ নোহা ও পঞ্চম রাফা।" কিন্তু আদিপুস্তক ৪৬ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে বলা হয়েছে: "বিন্যামীনের পুত্র বেলা, বেখর, অস্‌বেল, গেরা, নামন, এহী, রোশ, মুপ্‌পীম, হুপ্‌পীম ও অর্দ।"

তাহলে বিন্যামিনের সন্তান সংখ্যা প্রথম বক্তব্যে তিনজন এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে পাঁচজন। তাদের নামের বর্ণনাও পরস্পর বিরোধী, শুধু বেলার নামটি উভয় শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকিদের নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর তৃতীয় শ্লোকে বিন্যামীনের সন্তান সংখ্যা দশজন। নামগুলিও আলাদা। তৃতীয় শ্লোকের নামগুলির সাথে প্রথম শ্লোকের সাথে দুজনের নামের এবং দ্বিতীয় শ্লোকের দুজনের নামের মিল আছে। আর তিনটি শ্লোকের মিল আছে একমাত্র "বেলা" নামটি উল্লেখের ক্ষেত্রে। আমরা সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারছি যে, সবগুলি তথ্য অথবা অন্তত দুটি তথ্য ভুল।

২. ৩. ৩. মাত্র তিন লক্ষের হেরফের

দায়ূদের নির্দেশে তাঁর সেনাপতি যোয়াব লোকসংখ্যা গণনা করেন। এ বিষয়ে শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ২৪ অধ্যায়ের ৯ম শ্লোকটি নিম্নরূপ: "পরে যোয়াব গণিত লোকেদের সংখ্যা রাজার কাছে দিলেন; ইস্রায়েলে খড়্গ-ধারী আট লক্ষ বলবান লোক ছিল; আর যিহূদার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল।" অপর দিকে বংশাবলি প্রথম খণ্ডের ২১ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক নিম্নরূপ: "আর যোয়াব গণিত লোকদের সংখ্যা দায়ূদের কাছে দিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলের এগার লক্ষ খড়্গধারী লোক, ও যিহূদার চারি লক্ষ সত্তর সহস্র খড়্গধারী লোক ছিল।"

প্রথম বর্ণনায় ইস্রায়েলের যোদ্ধাসংখ্যা ৮ লক্ষ এবং যিহূদার ৫০ হাজার। আর দ্বিতীয় বর্ণনামতে ১১ লক্ষ ও ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। উভয় বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্যের পরিমাণ দেখুন! ইস্রায়েলের জনসংখ্যা বর্ণনায় মাত্র ৩ লক্ষের কমবেশি এবং যিহূদার জনসংখ্যার বর্ণনায় ত্রিশ হাজারের কমবেশি।

এরূপ বৈপরীত্য ও সাংঘর্ষিক বর্ণনা বাইবেলের মধ্যে হাজার হাজার। যেগুলি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, বাইবেলের মধ্যে শুধু শব্দ নয়; বাক্য, শ্লোক, অধ্যায় ইত্যাদি অবলীলায় সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করা হয়েছে। কাজেই এখানে কুরবানির বর্ণনায় দু-চারটি শব্দ সংযোজিত বা পরিবর্তিত হওয়া কোনো বিষয় নয়।

২. ৪. ধর্মের স্বার্থে (!) ইচ্ছাকৃত বিকৃতি

এখন প্রশ্ন হলো, কোন্‌টি সংযোজিত? "অদ্বিতীয়" বিশেষণটি, না "ইসহাক" বিশেষ্যটি? বাইবেলের ইতিহাস, বিবর্তন ও বর্তমান বাইবেলের বক্তব্য নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এখানে "ইসহাক" নামটিই সংযোজন করা হয়েছে। কারণ ইসমাঈল ছিলেন ইবরাহীমের প্রথমজাত, একমাত্র ও অদ্বিতীয় পুত্র। তাঁকেই তিনি কুরবানি করতে নিয়েছিলেন। কিন্তু ইসমাঈল আরব জাতির পিতা। পক্ষান্তরে, ইসহাক ইহূদী জাতির পিতা। এজন্য ইহূদীগণ এখানে ইসমাঈলের নামের পরিবর্তে ইসহাকের নাম সংযোজন করেন। প্রাচীনকাল থেকেই ইহূদীগণ এবং এরপর খৃস্টানগণ নিজেদের মানসিকতার বিপরীত অনেক বিষয় বাইবেল থেকে মুছে দিয়েছেন, অথবা নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক বিষয় সংযোজন করেছেন। সামান্য কয়েকটি নমুনা দেখুন।

২. ৪. ১. খৃস্টানদের বিরুদ্ধে ইহূদীদের বিকৃতি

বাইবেলের নতুন নিয়মের লেখকগণ বিভিন্ন সময়ে দাবি করেছেন যে, পুরাতন নিয়মে যীশুর বিষয়ে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান বাইবেলে সে কথাগুলি নেই। খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করেন যে, ইহূদীরা এগুলি পুরাতন নিয়ম থেকে মুছে ফেলেছে। যেমন ২য় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে মথি লিখেছেন: "এবং নাসরৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববাদিগণের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয় যে, তিনি নসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।" এভাবে মথি দাবি করছেন যে, যীশুর বিষয়ে পুরাতন নিয়মের পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাকে নসরতীয় বলে আখ্যা দেওয়া হবে। কিন্তু পুরাতন নিয়মের কোনো পুস্তকেই এ কথাটি নেই। এখানে তিনটি বিষয়ের একটি স্বীকার করতে হবে: (১) হয় মথি ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজ্ঞতার কারণে মিথ্যা লিখেছেন, (২) অথবা পরবর্তীকালে খৃস্টানগণ এ বাক্যগুলি সুসমাচারের মধ্যে সংযোজন করেছেন, ইহূদীদের বিকৃতি প্রমাণ করতে, (৩) অথবা ইহূদীগণ তাদের ভাববাদিগণের পুস্তক থেকে এ কথাগুলি মুছে দিয়েছেন, খৃস্টানদেরকে বিভ্রান্ত প্রমাণ করতে।

২. ৪. ২. খৃস্টানগণ কর্তৃক বাইবেলের বক্তব্য মুছে ফেলার নমুনা

এবার খৃস্টধর্মের সপক্ষে বিকৃতির মাত্র দুটি নমুনা দেখুন। যীশু খৃস্ট তার শিষ্যদেরকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের আগমন সম্পর্কে কিছু উপদেশ প্রদান করেন বলে মথি, মার্ক ও লূক উল্লেখ করেছেন। মথির বর্ণনা অনুসারে এ প্রসঙ্গে যীশু বলেন: (মথি ২৪/৩৪-৩৬) "(৩৪) আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয়। (৩৫) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩৬) কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের কথা কেহই জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" এ হলো অথোরাইযড ভার্শন বা কিং জেমস ভার্শন (AV: Authorised Version/ KJV: King James Version)-এর ভাষ্য (Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.)

আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, এখানে তিনটি শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছিল। শব্দগুলি নিম্নরূপ (neither the Son): "পুত্রও জানেন না"। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সন (RSV)-এ শব্দগুলি সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত বাক্যাংশটুকু-সহ শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে: "কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না, স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" বাংলা কেরির বাইবেলে এরূপই আছে।

এ বাক্যাংশ-সহ এ শ্লোকটি প্রমাণ করে যে, যীশু বা যীশুর "পুত্র" সত্ত্বা ঈশ্বর ছিলেন না। এমনকি কিয়ামত কখন হবে সে জ্ঞানও তাঁর ছিল না। যীশুকে ঈশ্বর বলে যারা বিশ্বাস করেন তাদের জন্য কথাটি মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। এজন্য ধর্মপ্রাণ বাইবেল লেখকগণ এ বাক্যাংশটুকু বাইবেল থেকে মুছে দিয়েছিলেন। আরো মজার ব্যাপার হলো লূকের বাইবেল থেকে এ শ্লোকটি পুরোই ফেলে দেওয়া হয়েছে। লূকলিখিত সুসমাচারের ২১/৩২-৩৪ শ্লোক নিম্নরূপ: "(৩২) আমি তোমাদেরকে সত্য বলিতেছি, যে পর্যন্ত সমস্ত সিদ্ধ না হইবে সেই পর্যন্ত এই কালের লোকদের লোপ হইবে না। (৩৩) আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হইবে, কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হইবে না। (৩৪) কিন্তু আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাকিও, পাছে ভোগপীড়ায় ও মত্ততায় এবং জীবিকার চিন্তায় তোমাদের হৃদয় ভারগ্রস্ত হয়, আর সেই দিন হঠাৎ ফাঁদের ন্যায় তোমাদের উপর আসিয়া পড়ে।"

২. ৪. ৩. খৃস্টানগণ কর্তৃক বাইবেলের মধ্যে সংযোজনের নমুনা

এখানে আমরা বিয়োজনের নমুনা দেখলাম। এবার সংযোজনের একটি নমুনা দেখুন। কিং জেমস ভার্সন বা অথোরাইযড ভার্সন অনুসারে যোহনের প্রথম পত্রের ৫ম অধ্যায়ের ৭-৮ শ্লোক নিম্নরূপ: "(৭) কারণ স্বর্গে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য সংরক্ষণ করেন: পিতা, বাক্য ও পবিত্র আত্মা; এবং তাঁহারা তিন একই। ৮. এবং পৃথিবীতে তিন জন রহিয়াছেন যাঁহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই। (For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost; and the three are one. 8. And there are three that bear witness in earth, the spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one.)।"

এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাইবেল পাঠ করা হয়েছে। এখন খৃস্টান পণ্ডিতগণ একমত যে, একথাগুলি প্রায় সবই ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য মূল বাইবেলের মধ্যে সংযোজিত। এখানে মূল কথা ছিল "তিনজন সাক্ষী রয়েছেন: আত্মা, জল ও রক্ত, এবং এ তিনজনের সাক্ষ্য একই।" ত্রিত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ধার্মিক বাইবেল লেখকগণ উপরের অতিরিক্ত কথাগুলি সংযোজন করেন। বাইবেলের কোথাও ত্রিত্ববাদের কথা নেই; এখানে যেহেতু আত্মা, জল ও রক্ত: তিন জিনিসের কথা রয়েছে, এখানে 'পিতা, পুত্র ও পবিত্র' এ তিনটি যোগ করে ত্রিত্ববাদ প্রমাণের ব্যবস্থা করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করেছেন তারা। রিভাইযড স্টান্ডার্ড ভার্সনের ভাষ্য নিম্নরূপ: There are three witnesses , the Spirit, the water and the blood; and these three agree." বাংলা কেরির বাইবেলের অনুবাদ: "বস্তুত তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, ও জল, ও রক্ত, এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।"

এরূপ ইচ্ছাকৃত সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তনের নমুনাও বাইবেল বা প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিলের মধ্যে হাজার হাজার। এখানে ইহূদী বা খৃস্টান সম্প্রদায়কে দায়ী করা অথবা আইন করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা দাবি করছি না যে, আইন

করে এরূপ বিকৃত ধর্মগ্রন্থ নিষিদ্ধ করা হোক। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু প্রমাণ করা যে, বাইবেলের বক্তব্যের উপর নির্ভর করে ইসহাককে কুরবানি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করার কোনো উপায় নেই। আমরা দুটি বিষয় সুনিশ্চিত বুঝতে পারছি:

প্রথমত: ইসহাকের কুরবানির প্রসঙ্গে বাইবেলের বর্ণনায় "অদ্বিতীয়" এবং 'ইসহাক" দুটি কথার একটি ভুল।

দ্বিতীয়ত: 'অদ্বিতীয়' বিশেষণটিই সঠিক; কারণ বাইবেলে এ বিশেষণের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, 'ইসহাক' শব্দটি ইহূদীদের সংযোজিত, আরবদের মর্যাদা খর্ব করে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তারা এটি সংযোজন করেন। এরূপ সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন বাইবেলের ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক বিষয়।

২. ৫. চুরির উপর সিনাজুরি: বিকৃতির সমর্থনে অপব্যাখ্যা

আমরা দেখছি যে, যারা ইসমাঈলের পরিবর্তে ইসহাক শব্দটি বসিয়েছিলেন তারা অদ্বিতীয় শব্দটি মুছতে ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে তাদের জালিয়াতি ধরা পড়েছে। আমরা আরো দেখেছি যে, এরূপ বিকৃতি বা জালিয়াতি "বাইবেলের" মধ্যে অগণিত। এ সকল বিকৃতি যখন ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয় তখন তারা দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন অজুহাত দেখাতে চেষ্টা করেন, যেগুলি পাগলের প্রলাপের মতই। এমনই কিছু প্রলাপ তারা বকেছেন এ স্থানে। দিশেহারা ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ বলেন, যেহেতু ইসমাঈলের মাতা "দাসী" ছিলেন, সেহেতু তিনি ইবরাহীমের অবৈধ সন্তান ছিলেন (নাঊযু বিল্লাহ)। এজন্য তাকে বাদ দিয়ে ইসহাককেই "অদ্বিতীয়" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতারণা ও বর্ণবাদী মানসিকতার নমুনা দেখুন! এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

২. ৫. ১. নবীপরিবার, ঈশ্বরের খৃস্ট ও পুত্রের নামে ব্যভিচারের অপবাদ

সন্তানকে অবৈধ বলার অর্থ তার পিতাকে ব্যভিচারী বলা। কাজেই ইসমাঈল (আ)-কে অবৈধ সন্তান বলে দাবি করার অর্থ ইবরাহীম (আ)-কে ব্যভিচারী বলে দাবি করা (নাউযূ বিল্লাহ)। অবশ্য ইহূদী-খৃস্টানগণ এ বিষয়ে খুবই পারঙ্গম। নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নবী-রাসূলগণকে ব্যভিচারী বলতে তাদের মোটেও আটকায় না। পবিত্র বাইবেল বা তথাকথিত "তাওরাত শরীফ", "যাবুর শরীফ" ও "ইঞ্জিল শরীফ" এবং "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রচলিত এ ঢাউশ গ্রন্থের মধ্যে নবীগণের এবং নবী-পরিবারের ব্যভিচার ও অজাচারের অনেক মিথ্যা গল্প বিদ্যমান, যেগুলি একমাত্র অশ্লীল গল্পগ্রন্থেই থাকে। পাঠক, কায়মনোবাক্যে অনবরত "নাউযূ বিল্লাহ" পড়তে থাকুন ও "পবিত্র বাইবেল" বা জাল "তাওরাত শরীফ" ও "ইঞ্জিল শরীফ"-এর মধ্যে বিদ্যমান অনেক অপবিত্র, অশ্লীল ও মিথ্যা কাহিনীর মধ্য থেকে কয়েকটি কাহিনী পাঠ করুন। পাঠক, এ সকল কাহিনী বলতে বা লিখতে গেলেও ঘৃণায় বমিভাব আসে, কিন্তু ইহূদী-খৃস্টানদের জালিয়াতি প্রকাশের জন্য কিছু লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

(১) নবীর সাথে তার কন্যাগণের ব্যভিচার। পবিত্র বাইবেলের একটি অপবিত্র কাহিনীতে বলা হয়েছে, রাতের পর রাত লূত নবীর দুই কন্যা তাদের পিতাকে মদপান করিয়ে মাতাল বানিয়ে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। সে ব্যভিচার থেকে তারা গর্ভবতী হয়। নাঊযূ বিলাহ। (বিস্তারিত দেখুন, আদিপুস্তক: ১৯: ৩৩-৩৮) বাইবেলের ঈশ্বর এরূপ জঘন্য অজাচারের জন্য মোটেও রাগ করেন নি, আপত্তিও করেন নি, বরং ব্যভিচার-জাত সন্তানদেরকে একটু বেশিই ভালবেসেছেন। বাইবেলের ঈশ্বর ইহূদী-খৃস্টানদেরকে ফিলিস্তিনের সকল মানুষকে নির্মমভাবে গণহত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, শুধু ব্যভিচার-জাত সন্তানদের বংশধরদের ভালবেসে তাদেরকে সুরক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন। (বিস্তারিত দেখুন: দ্বিতীয় বিবরণ: ২: ১৭-১৯ এবং ২০: ১৩-১৬)

(২) নবী-পত্নীর সাথে নবী-পুত্রের ব্যভিচার। ইহূদী-খৃস্টানদের মূল পুরুষ হযরত ইয়াকূব (আ)। তাঁর অন্য নাম ইস্রায়েল। আর তার থেকেই বনী ইস্রায়েল বা ইস্রায়েল সন্তানগণ। পবিত্র বাইবেলের একটি অপবিত্র কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, ইয়াকুবের বড় ছেলে রুবেন তার সৎ-মায়ের (বিলহার) সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। যদিও পবিত্র বাইবেলে বারংবার বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারীকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে, কিন্তু নবী-পুত্রের এ জঘন্য অজাচারের জন্য বাইবেলীয় ঈশ্বর কোনো শাস্তি প্রদান করেন নি। নাঊযু বিলাহ। (আদিপুস্তক: ৩৫: ২২)

(৩) পুত্রবধুর সাথে নবী-পুত্রের ব্যভিচার। হযরত ইয়াকুব (আ) বা ইসরাঈল (আ)-এর আরেক পুত্র ইহূদা বা যিহূদা, যার নামেই মূলত ইহূদী জাতির পরিচয়। পবিত্র বাইবেলের আরেকটি অবপিত্র কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, নবী-পুত্র যিহূদা তার আপন পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। সেই ব্যভিচারের ফলে উক্ত পুত্রবধু গর্ভধারণ করেন এবং পেরস ও সেরহ নামে দুটি জমজ জারজ সন্তান প্রসব করেন। নাঊযূ বিল্লাহ। (বিস্তারিত দেখুন: আদিপুস্তক: ৩৮: ১৫-১৮, ২৭-৩০) সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ইহূদী-খৃস্টানদের প্রাণপুরুষ ও সকল গৌরবের উৎস দাউদ, সুলাইমান ও যীশুখৃস্ট এ জারজ সন্তান পেরসের বংশধর। (বিস্তারিত দেখুন: মথিলিখিত সুসমাচার: ১: ১-৩)

(৪) ঈশ্বরের জন্ম-দেওয়া প্রথমজাত পুত্র ও ঈশ্বরের খৃস্ট কর্তৃক প্রতিবেশীর স্ত্রীকে ধর্ষণ। ইহূদী-খৃস্টানদের প্রাণপুরুষ দাউদ (আ)। দাউদ (আ)-ই তাদের শ্রেষ্ঠ গৌরব। দাউদের বংশধর হওয়া যীশুখৃস্টের শ্রেষ্ঠ গৌরব ও অন্যতম পরিচয়। তাঁর বিষয়ে গীতসংহিতা বা যাবুর-এর ২/৭ শ্লেকে বলা হয়েছে: "(the LORD hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee) সদাপ্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র, অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।" গীতসংহিতার ৮৯ গীতে বলা হয়েছে: "(২০) আমার দাস দায়ূদকেই পাইয়াছি, আমার পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি (with my holy oil have I anointed him)।... (২৬) সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি আমার পিতা, আমার ঈশ্বর (Thou art my father, my God)...। (২৭) আবার আমি তাহাকে প্রথমজাত (my firstborn) করিব ...।" এভাবে দায়ূদকে অভিষিক্ত অর্থাৎ খৃস্ট (Christ,

Anointed) বা মসীহ (Messiah), ঈশ্বরের জন্ম-দেওয়া পুত্র (begotten son) ও প্রথমজাত পুত্র (firstborn) বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

দায়ূদ (আ)-কেও "তাওরাত"-এ ব্যভিচারী ও ধর্ষক বলে চিত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, উরিয়া নামে দাউদের এক প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধরত ছিলেন। দায়ূদ উরিয়ার স্ত্রীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজ বাড়িতে ডেকে এনে ধর্ষণ করেন। মহিলা এ ধর্ষণে গর্ভবতী হয়ে যান। দায়ূদ সেনাপতিকে চিঠি লিখে কৌশলে উরিয়াকে হত্যা করান এবং উক্ত মহিলাকে বিবাহ করেন। (বিস্তারিত দেখুন: ২ শমূয়েল: ১১: ১৪: ১৭)

প্রচলিত জাল তাওরাতেও বারংবার বলা হয়েছে যে, ব্যভিচারীকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করতে হবে। কিন্তু এ তাওরাতের ঈশ্বর অপরাধীর চেহারা দেখে বিচার করেন বলে মনে হয়। সম্ভবত দায়ূদ যেহেতু তার পুত্র ও তার অভিষিক্ত খৃস্ট, সেহেতু তিনি এক্ষেত্রে দাউদের অপরাধের জন্য শাস্তি দিলেন দায়ূদের বৈধ স্ত্রীদেরকে। তিনি দায়ূদকে বলেন, তুমি যেহেতু ব্যভিচার ও হত্যায় লিপ্ত হলে, সেহেতু তোমার সামনে তোমার স্ত্রীদের গণধর্ষণের ব্যবস্থা করব। কী অদ্ভুত বিচার ব্যবস্থা!! একটি পাপের শাস্তি হিসেবে আরেকটি পাপের ব্যবস্থা করা ও ধর্ষকের শাস্তি হিসেবে নিরপরাধকে ধর্ষণের ব্যবস্থা করা!! (বিস্তারিত দেখুন: ২ শমূয়েল ১২: ১১-১২)

(৫) নবী-পুত্র কর্তৃক বোনকে ধর্ষণ। প্রচলিত জাল তাওরাত বা কিতাবুল মুকাদ্দাসের আরেকটি কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, দায়ূদ নবীর পুত্র অম্মোন শয়তানী কৌশলে তার ভগ্নি তামরকে ধর্ষণ করে। সে অসুস্থতার ভান করে শুয়ে থাকে এবং দাউদকে বলে যে, আমি আমার বোন তামরের হাতে পিঠা খেতে চাই। তামর তাকে পিঠা খাওয়াতে আসলে সে জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে। (নোংরা কাহিনীটি বিস্তারিত দেখুন: ২ শমূয়েল ১৩: ১১-১৪)। মজার ব্যাপার, পবিত্র বাইবেলের বা তাওরাতের ঈশ্বর এ জঘন্য পাপাচারের জন্য অম্মোনকে কোনো শাস্তি দেন নি বা তিরস্কার করেন নি।

(৬) নবী-পুত্র কর্তৃক সৎ মাতাদেরকে পাইকারী ধর্ষণ। ইহূদী-খৃস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের আরেকটি অপবিত্র কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, দায়ূদের অন্য পুত্র অবশালোম প্রকাশ্যে ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে তার পিতার স্ত্রীগণকে পাইকারী হারে ধর্ষণ করে। (বিস্তারিত দেখুন ১৬: ২২) অথচ এরূপ জঘন্য পাপাচারের জন্যও ইহূদী-খৃস্টানগণের মাবুদ বাইবেলীয় ঈশ্বর কোনো শাস্তি প্রদান করেন নি, এমনকি তিরস্কারও করেন নি।

পাঠক, এরূপ জঘন্য অশ্লীল গল্প নবীগণ বা তাদের পরিবারের নামে বাইবেলে আরো অনেক রয়েছে। এগুলিকে যারা ধর্মগ্রন্থ ও ওহীর জ্ঞান বলে বিশ্বাস করে, তাদের জন্য ইবরাহীম (আ)-কে ব্যভিচারী বলে দাবি করা কোনো ব্যাপারই নয়। তাদের মিথ্যা অহমিকা, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও জালিয়াতির সমর্থনে তারা সবই করতে পারে।

২. ৫. ২. ইসরায়েলীয়গণ অধিকাংশই "দাসীর" সন্তান

দাসীর সন্তান হওয়ার কারণে কারো পুত্রত্ব বাতিল হওয়া ইহূদী-খৃস্টানগণের বিশ্বাস ও বাইবেলের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক। বনী ইস্রায়েলের প্রায় অর্ধেকই তো দাসীর সন্তান। আমরা আগেই দেখেছি যে ইহূদী-খৃস্টানগণের মূল পুরুষ ইয়াকূব (ইস্রায়েল) (আ)। তাঁর দু স্ত্রী ছিলেন লেয়া (Leah) ও রাহেল (Rachel)। এ দু স্ত্রীর দু জন দাসী ছিল: সিল্পা (Zilpah) ও বিলহা (Bilhah)। এ দু দাসীকে ইয়াকূব স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। ইয়াকূবের ১২ সন্তানের ৪ জন এ দু দাসীর সন্তান। দাসীর সন্তান হওয়ার কারণে কখনোই এদরেকে পুত্রত্বের হিসেব থেকে কোনোভাবে বাদ দেওয়া হয় নি বা অবমূল্যায়ন করা হয় নি। (বিস্তারিত দেখুন: আদিপুস্তকের ২৯ ও ৩০ অধ্যায়)

২. ৫. ৩. বাইবেলের শিক্ষানুসারে অবৈধ সন্তান বেশি আশীর্বাদপ্রাপ্ত

সর্বোপরি পবিত্র বাইবেল বা প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল শিক্ষা দেয় যে, সন্তান জারজ (অবৈধ) হলেও তার পুত্রত্বের অধিকার বা আশীর্বাদ সামান্যতম কমে না, বরং বৃদ্ধিই পায়। আমরা দেখেছি, বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী যিহূদা তার পুত্রবধুর সাথে ব্যভিচার করে পেরেস নামক জারজ (অবৈধ) সন্তান জন্ম দেন। অবৈধ বা জারজ হওয়ার কারণে পেরেস পুত্রত্বের অধিকার কম পাননি, বরং একটু বেশিই পেয়েছেন। এজন্যই ইস্রায়েল বংশের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, ঈশ্বরের দুই পুত্র, ঈশ্বরের দুই খৃস্ট দায়ূদ ও যীশু এ জারজ সন্তান পেরেসের বংশধর হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

ভাবতে বড় অবাক লাগে যে, যারা জারজ সন্তানের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বিতরণ করেন, তারাই বিবাহিত বৈধ স্ত্রীর বৈধ সন্তানকে মনগড়াভাবে অবৈধ বলে দাবি করেন। আমরা দেখেছি, বাইবেলে খুব স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম হাগারকে বিবাহ করেন। এ বিবাহিত স্ত্রীর বৈধ ও প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। এ পুত্রকে মহাজাতিতে রূপান্তরিত করার সুস্পষ্ট ঘোষণাও বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান। সর্বোপরি, পিতার মৃত্যুর সময় প্রথম পুত্র হিসেবে তিনি তার দাফন-সৎকারে উপস্থিত ছিলেন বলেও বাইবেলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

২. ৬. যুক্তি ও বিবেকের আলোকে ইসমাঈলের কুরবানি ও মরুবাস

বস্তুত মহান আল্লাহ ইবরাহীমকে তাঁর একমাত্র ও অদ্বিতীয় প্রিয় পুত্রের বিষয়ে বারংবার পরীক্ষা করেন এবং ইবরাহীম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহাপিতা হওয়ার উপাধি লাভ করেন। প্রথম পরীক্ষা ছিল শিশু বয়সেই এ প্রিয় পুত্রকে "বনবাসে" বা "মরুবাসে" পাঠানো। যদিও বিকৃত "তাওরাত"-এ ইসহাকের জন্মের পরে ইসমাঈলের মরুবাসে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, তবে তাওরাত বা বাইবেলের বর্ণনাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, ইসহাকের জন্মের অনেক আগে, অতি অল্প বয়সে- মায়ের কাঁধে বা

কোলে থাকার সময়ে ইবরাহীম তাঁর এ পুত্রকে "মরুবাসে" পাঠান। আদিপুস্তক ২১ অধ্যায়ের বর্ণনা: "১৪ পরে অব্রাহাম প্রত্যুষে উঠিয়া রুটি ও জলপূর্ণ কুপা লইয়া হাগারের স্কন্ধে দিয়া বালকটিকে সমর্পণ করিয়া (putting it on her shoulder, and the child) তাহাকে বিদায় করিলেন। তাহাতে সে প্রস্থান করিয়া বের্‌-শেবা প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল। ১৫ পরে কুপার জল শেষ হইল, তাহাতে সে এক ঝোপের নিচে বালকটিকে ফেলিয়া রাখিল; ১৬ আর আপনি তাহার সম্মুখ হইতে অনেকটা দূরে, অনুমান এক তীর দূরে গিয়া বসিল, কারণ সে কহিল, বালকটির মৃত্যু আমি দেখিব না।..."

এখানে সুস্পষ্ট যে, ইসমাঈলকে যখন মরুবাসে প্রেরণ করা হয় তখন তিনি হাঁটতে- দৌঁড়াতে পারতেন না। এত ছোট ছিলেন যে তাঁর মা তাকে রুটি ও পানির সাথে একত্রে কাঁধে নিতে পেরেছিলেন। তাঁকে ফেলে রেখে মা দূরে যেয়ে বসে ছিলেন, কিন্তু দৌঁড়ে বা হেটে এক তীর দূরে মায়ের কাছে যাওয়ার মত বড়ও ইসমাঈল হন নি। নিঃসন্দেহে একমাত্র শিশু পুত্রকে এভাবে দূরে রেখে আসা ইবরাহীম (আ)-এর জন্য মহাপরীক্ষা ছিল। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে আল্লাহ তাঁকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করলেন কুরবানি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই ইবরাহীমের জীবনের মোড় ঘুরল। তাঁর এ পুত্রের বিষয়ে সুসংবাদ লাভের পাশাপাশি দ্বিতীয় পুত্র ও তাঁর বংশধরের সুসংবাদ লাভ করেন।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, আমরা উপরে ইসহাকের জন্ম-বিষয়ক বিবরণ থেকে দেখেছি যে, ইসহাকের জন্মের পূর্বেই সদাপ্রভু তাঁর বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, তিনি তাঁর বংশ বৃদ্ধি করবেন এবং ইসহাকের মাধ্যমেই ইবরাহীমের বংশ আখ্যাত হবে। যে পুত্রের জন্মের পূর্বেই ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তার বংশধর বৃদ্ধি করবেন, সে পুত্রকে তিনি বিবাহ ও বংশবৃদ্ধির পূর্বেই কুরবানির নির্দেশ দিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা নিজেই ভঙ্গ করবেন তা কি সম্ভব?

আমরা আরো দেখেছি যে, কুরবানির স্থান হিসেবে "মোরিয়া দেশ" (Moriah)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সুস্পষ্ট যে, মক্কার "মারওয়া" নামক স্থানকেই বুঝানো হয়েছে। এতেও প্রমাণিত হয়, মক্কায় অবস্থানরত ইসমাইলকেই কুরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৩. কুরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুসারে জাবীহুল্লাহ

৩. ১. কুরআনের বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ইসমাঈলই জাবীহুল্লাহ

আমরা বাইবেলের আলোকে ইবরাহীমের (আ) কুরবানির বিষয়টি দেখলাম। এবার দেখা যাক কুরআনের বিবরণ। কুরআনের ৩৭ নং সূরা "আস-সাফ্‌ফাত"-এ ইবরাহীম (আ)-এর দাওয়াত, দেশবাসীর বিরোধিতা, আগুনে নিক্ষেপ ইত্যাদি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন: "তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সঙ্কল্প করেছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম। এবং সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। **হে আল্লাহ, আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর। তখন আমি তাকে এক স্থির-বুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।** অঃপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করবার মত বয়সে উপনীত হল তখন ইবরাহীম বলল, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি, এখন তোমার অভিমত কী বল? সে বলল, হে আমার পিতা আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। ইনশা আল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইবরাহীম, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে।' এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয় এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানির বিনিময়ে। আমি একে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদিগকে পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। **এবং আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের, সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী হিসেবে।** ..." (সূরা সাফ্‌ফাত ৯৮-১১২।)

কুরআনের এ বিবরণ থেকে যে কোনো পাঠক সহজেই বুঝবেন যে, প্রথম পুত্রকেই কুরবানি দেওয়া হয়েছিল এবং কুরবানির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই ইবরাহীমকে ইসহাকের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছিল। ইবরাহীম তার দেশবাসীর অত্যাচার থেকে ফিলিস্তিনে হিজরত করার পর নিঃসন্তান হিসেবে আল্লাহর কাছে সন্তান প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাকে স্থির-বুদ্ধি পুত্র ইসমাঈলের সুসংবাদ প্রদান করেন। এরপর তিনি তাকে এ প্রিয় পুত্রের কুরবানির নির্দেশ দেন। নির্দেশ পালন করার কারণে তিনি ইবরাহীমের প্রতি তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, তাকে করুণা করেন এবং তাকে দ্বিতীয় পুত্র ইসহাকের সুসংবাদ প্রদান করেন।

এছাড়া কুরআনে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসহাকের জন্মের সুসংবাদের সাথেসাথে আল্লাহ তাঁর বংশধরের বিষয়েও সুসংবাদ প্রদান করেন। যেমন, আল্লাহ বলেন: "আমি তাকে সুসংবাদ প্রদান করলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের" (সূরা (১১) হূদ: ৭১ আয়াত)। আর যার বংশধরের সুসংবাদ প্রদান করছেন তাকে তিনি বংশধর জন্মের পূর্বেই জবাই করার নির্দেশ দিবেন তা কখনোই সম্ভব নয়।

এখানে প্রশ্ন হলো, প্রথম পুত্রের নাম আল্লাহ বললেন না কেন? কুরআনের বোদ্ধা পাঠকদের কাছে বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। কুরআনের অলৌকিক ভাষাশৈলীর অন্যতম দিক স্বল্পতম কথায় ব্যাপক অর্থ প্রকাশ। এজন্য সর্বদা বাহুল্য পরিহার করা হয়েছে। কুরআনে ঐতিহাসিক ঘটনাবলি উল্লেখের মূল উদ্দেশ্য এগুলি থেকে ঈমান ও সৎকর্মের প্রেরণা লাভ। ইসমাঈলের কুরবানির বিষয়টি আরবদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে মহান আল্লাহর একত্ব, তাঁর মহত্ব, তাঁর প্রেম অর্জনের পথে পরীক্ষা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা ও

অনুপ্রেরণা প্রদানই কুরআনের বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য। নাম, সময়, বয়স, স্থান ইত্যাদির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যমাত্র।

ইসমাঈলের (আ) পরিবর্তে কী কুরবানি দিয়েছিলেন ইবরাহীম (আ)? আরবী বাইবেল এবং আরবী তাফসীর ও হাদীসের বর্ণনায় "কাবশ" বলা হয়েছে। এর ইংরেজি অর্থ ram, male sheep। আর দুম্বা মূলত একটি ফার্সী শব্দ। এর অর্থও বিশেষ জাতের ভেড়া। বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে: "চর্বিযুক্ত মোটা লেজওয়ালা একরকম ভেড়া।"

৩. ২. কুরবানি-কৃত দুম্বার শিংদুটি সংরক্ষিত ছিল

ইসমাঈলের কুরবানির বিষয়টিই যে আরবদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল তাই নয়, উপরন্তু ইসমাঈলের পরিবর্তে যে মেষ বা দুম্বা ইবরাহীম কুরবানি করেছিলেন তার শিংদুটি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সময় পর্যন্ত কাবাগৃহে সংরক্ষিত ছিল। ইমাম আহমদ সহীহ সনদে উদ্ধৃত করেছেন, কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লি পরিবারের শাইবার কন্যা সাফিয়্যাহ বলেন, আমাদের পরিবারের ধাত্রী মহিলা আমাকে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লি উসমান ইবনু তালহাকে ডেকে পাঠান। পরে আমি জিজ্ঞাসা করি তিনি কেন তোমাকে ডাকলেন? উসমান বলেন: রাসূলুলাহ (ﷺ) আমাকে বলেন, আমি যখন বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করি তখন সেখানে দুম্বার শিং দুটি দেখতে পাই। শিং দুটি আবৃত করে রাখতে বলতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম। এজন্য তোমাকে ডেকেছি যে, তুমি শিং দুটিকে আবৃত করে রাখবে। মসজিদের মধ্যে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা সালাত আদায়কারীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।" হাদীসের বর্ণনাকারী সুফিয়ান ইবনু উআইনা বলেন: শিং দুটি কাবাগৃহে সংরক্ষিত ছিল। পরে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের সময়ে (৬০-৭০ হি/৬৮০-৬৯০খৃ) কাবাগৃহে আগুন লাগলে শিং দুটি পুড়ে যায়। (মুসনাদ আহমদ ৪/৬৮ ও ৫/৩৮০)।

৩. ৩. মুফাস্‌সিরগণের মতামত ও ইসরায়েলীয় বর্ণনার প্রভাব

এখানে উল্লেখ্য যে, বাইবেলের বর্ণনা ও ইহূদীদের গল্পকাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রথম যুগ থেকেই কোনো কোনো মুসলিম মুফাস্‌সির বলেছেন যে, "ইসহাক"-কে কুরবানি করা হয়। তাঁরা মূলত ইস্রায়েলীয় বা বাইবেলীয় বর্ণনা ও ইহূদীদের গল্প কাহিনীর উপর নির্ভর করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, ইসলামী মূল্যবোধে ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ) উভয়েই সমান মর্যাদা ও শ্রদ্ধার অধিকারী। তাদের কাউকেই জাবীহুল্লাহ হিসেবে বিশ্বাস করতে মুসলিমদের দ্বিধা হয় না। যদিও কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনা যে, ইসমাঈলই জাবীহুল্লাহ ছিলেন, তবুও অনেক সরলপ্রাণ মুফাস্‌সির ইহূদী বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসহাককে জাবীহুল্লাহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তারা কুরআনের আয়াতগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। অন্যান্য মুফাস্‌সির ও আলিম এরূপ অপব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেছেন। এ সকল মত, দ্বিমত, প্রতিমত ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা তাফসীরে ইবন কাসীর ও অন্যান্য প্রাচীন তাফসীরে পাঠক দেখতে পারবেন।

৩. ৪. প্রচলিত কিছু অনির্ভরযোগ্য হাদীস ও মতামত

এ অর্থে গল্পকারগণ অনেক কথা প্রচার করেছেন। কিছু ভিত্তিহীন ও দুর্বল সনদের "হাদীস"-ও এ অর্থে তারা প্রচার করেছেন, যেগুলিতে বলা হয়েছে যে, "ইসহাককে কুরবানি করা হয়েছিল"। আবার এর বিপরীতে কিছু হাদীস বর্নিত, যেগুলিতে বলা হয়েছে, "ইসমাঈলকে কুরবানি করা হয়েছিল।" স্বমতের পক্ষে জালিয়াতির পাশাপাশি ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের একটি চিরচারিত অভ্যাস, পক্ষ বিচার করে মর্জিমত তথ্য গ্রহণ। যে কথাটি বা তথ্যটি তাদের মত সমর্থন করে তা তারা গ্রহণ করেন, তা যতই বানোয়াট ও জাল হোক না কেন। এরপর এরূপ জাল তথ্যাদির ভিত্তিতে নানা অজুহাতে অন্যান্য তথ্য বাতিল করতে থাকেন। এজন্য তারা নিজেদের জালিয়াতি গোপন করতে মুসলিমদের সামনে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, অমুক বুজুর্গের গ্রন্থে বা অমুক বুজুর্গ থেকে বর্ণিত যে ইসহাকই জাবীহুল্লাহ ছিলেন।

পক্ষান্তরে জ্ঞানবৃত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর দুটি বৈশিষ্ট্য অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমত যাচাইপূর্বক তথ্য গ্রহণ এবং দ্বিতীয়ত পরমত সহিষ্ণুতা। যে কোনো তথ্য- হাদীস, তাফসীর বা মতামত- গ্রহণ ও দলীল হিসেবে পেশ করার আগে মুসলিম আলিমগণ এর সনদ, সূত্র, উৎস ও নির্ভযোগ্যতা যাচাই ও নিরীক্ষা করেন। নিরীক্ষায় যদি অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয় তাহলে তারা তা নিজ মতের পক্ষে হলেও গ্রহণ করেন না। আবার নিরীক্ষায় বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে নিজেদের মতের বিরুদ্ধে হলেও তারা তার বিশুদ্ধতার স্বীকৃতি দেন এবং এর বিপরীতে নিজেদের মতের পক্ষে কোনো বিশুদ্ধ দলীল থাকলে তা পেশ করেন।

এক্ষেত্রে তাদের হাদীস যাচাই বা নিরীক্ষা পদ্ধতি অবিকল আদালতের সাক্ষ্য ও প্রমাণাদি যাচাইয়ের পদ্ধতির মত। বর্ণনাকারীর বর্ণনার সাথে অন্যান্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার তুলনামূলক নিরীক্ষা, তার মৌখিক বর্ণনার সাথে লিখিত পাণ্ডুলিপির তুলনা ইত্যাদির মাধ্যমে তারা প্রথমে বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা ও বর্ণনার নির্ভুলতা যাচাই করেছেন। এরপর তার অর্থ নিরীক্ষা করেছেন। তাঁদের নিরীক্ষা-পদ্ধতি বিশ্বাস বা অনুমান-নির্ভর নয়, বিজ্ঞান ও প্রমাণ-নির্ভর। এরূপ নিরীক্ষার মাধ্যমে "জাবীহুল্লাহ ইসমাঈল" ও "জাবীহুল্লাহ ইসহাক" অর্থে বর্ণিত হাদীসগুলি পরীক্ষা করে তারা নিশ্চিত হয়েছেন যে, সেগুলি সবই অগ্রহণযোগ্য দুর্বল বা জাল।

যেমন ইসমাঈলই জাবীহুল্লাহ ছিলেন এ মতের পক্ষে একটি কথা হাদীস নামে প্রচলিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে: "আমি দুই জাবীহ বা জবাইকৃত দু ব্যক্তির সন্তান", অর্থাৎ আমার পুর্বপুরুষদের মধ্যে ইসমাঈল (আ) ও আমার পিতা আব্দুল্লাহকে জবাইয়ের জন্য পেশ করা হয়। এ কথাটি হাদীস নয়, কোনোরূপ কোনো সনদে তা বর্ণিত হয় নি। অনুরূপভাবে অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে সম্বোধন করে বলে: "হে দুই জবাইকৃত ব্যক্তির পুত্র"। এ হাদীসটি ইমাম হাকিম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে উদ্ধৃত করে সহীহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম যাহাবী ও অন্য সকল মুহাদ্দিস হাদীসটি দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে

নিশ্চিত করেছেন।[১]

আবার ইসহাক জাবীহুল্লাহ ছিলেন এ মতের পক্ষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "ইসহাক জাবীহ ছিলেন"। মুহাদ্দিসগণ সনদ বিচার ও নিরীক্ষা করে নিশ্চিত করেছেন যে, এ হাদীসটি ভিত্তিহীন ও জাল।[২]

এভাবে আমরা দেখছি যে, জাবীহুল্লাহ কে ছিলেন- সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস নেই। তবে কুরআনের নির্দেশনা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট যে, প্রথম পুত্র ইসমাঈল (আ)-কেই কুরবানি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যুক্তি ও বিবেকও তাই বলে। সত্যিকার পরীক্ষা তো অদ্বিতীয় সন্তানের কুরবানির মধ্যে, দ্বিতীয় সন্তানের কুরবানির মধ্যে নয়।

৪. পরমত-সহিষ্ণুতা: ইসলাম বনাম খৃস্টধর্ম

বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতির রীট থেকে আমরা অন্য আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করি, তা হলো, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে কাফির, জালিম, ফাসিক ইত্যাদি গালি দেওয়া এবং আইন করে বিরুদ্ধ মত নিষিদ্ধ করা। এটিও খৃস্টধর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জ্ঞানবৃত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও পরমত সহিষ্ণুতা মুসলিম সমাজ ও মুসলিম আলিমগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আইন করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ মূলত খৃস্টান দেশগুলিতে ব্যাপক ছিল। ৩২৫ খৃস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেন। সেদিন থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত খৃস্টান চার্চ, পোপ ও রাষ্ট্রগুলির ইতিহাস রক্তের ইতিহাস। অধার্মিকতা (heresy) দমনের নামে, ইনকুইযিশন (Inquisition) বা ধর্মীয় তদন্তের নামে এবং গসপেল প্রচারের নামে পরধর্ম অসহিষ্ণুতা, পরধর্মের প্রতি বিষোদ্গার, অন্য মতাবলম্বীকে হত্যা, নির্যাতন, জোরপূর্বক ধর্মান্তর বা জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা ইউরোপের খৃস্টান দেশগুলির সুপরিচিত ইতিহাস।

এখনো এন্টিসেমিটিযম (Anti-Semitism) আইনের নামে হলোকাস্ট ও ইহূদীদ বিষয়ে মতপ্রকাশের নিষেধাজ্ঞা এ সকল দেশে বিদ্যমান। আইন করে মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ, পোশাক পরিধানের স্বাধীনতা হরণ বা সংখ্যালঘুদের উপাসনালয় নির্মাণের স্বাধীনতা হরণের নমুনা আমরা আধুনিক পাশ্চাত্যেও দেখতে পাই। অথচ তারা সর্বদা তাদের সহনশীলতা, উদারতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বহুত্ববাদ (Pluralism) নিয়ে গর্ব ও গৌরব করেন।

খৃস্টান পাদরিগণ সর্বদা শান্তির কথা বলেন। অথচ তারা অন্যধর্মের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়াকে পবিত্র কর্ম বলে গণ্য করেন। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের আইন করে বা জোর করে হত্যা, ধর্মান্তর বা নীরব করাকেই মনে হয় তারা শান্তি র একমাত্র পথ বলে বিশ্বাস করেন। বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ উদার খৃস্টানগণ ও পাশ্চাত্যের কোনো কোনো চার্চ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামে কার্টুন তৈরি, প্রকাশ্য রাজপথে কুরআন পুড়ানো, টয়লেটে ফেলে কুরআন অপবিত্র করা, জোরপূর্বক মুসলিমদেরকে খৃস্টান বানানোর দাবি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হচ্ছেন। আমরা মুসলিমগণ শান্তি বলতে বুঝি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ-সহ সকল ধর্মের অনুসারীদের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। আর বাহ্যত খৃস্টান ধর্মগুরুগণ শান্তি বলতে বুঝেন সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মান্তর, নির্মূল বা নীরব করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। বিশ্ব শান্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট খৃস্টীয় শান্তিপিপাসায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে মনে হয়।

৫. তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল প্রসঙ্গ

সর্বশেষ আমরা "তাওরাত", "যাবূর" ও "ইঞ্জিল" বিষয় আলোচনা করব। বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতি দাবি করেছেন যে, কুরআনের নির্দেশ অনুসারে তাওরাত ও ইঞ্জিল মান্য করা মুসলিমদের দায়িত্ব। প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিল যারা মানবে না তারা কাফির, ফাসিক ও জালিম। বিষয়টি খৃস্টান প্রচারকদের একটি ষড়যন্ত্রের অংশ। সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে ধর্মান্তরিত করতে বিগত কয়েক যুগ যাবৎ তারা নতুন ষড়যন্ত্র নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তারা নিজেদেরকে খৃস্টান না বলে প্রতারণামূলকভাবে "ঈসায়ী মুসলমান" বলেন, যদিও ইংরেজিতেও কখনোই তারা নিজেদেরকে "Christian Muslim" বলেন না বরং "Christian" বলেন। "Christian Muslim" কথাটিকে যে কোনো খৃস্টান পাগলের প্রলাপ বলে গণ্য করবেন।

সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে তারা বলেন "তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল নামে প্রচলিত এ গ্রন্থগুলিই মূসা (আ), দায়ূদ (আ) ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং যেহেতু কুরআন এগুলির কথা বলেছে কাজেই এগুলি পড়তে হবে এবং পালন করতে হবে।" এগুলি সত্যই প্রকৃত তাওরাত, যাবূর বা ইঞ্জিল কি না তা জানার জন্য এ আলোচনা। সাধারণ ধার্মিক খৃস্টানদের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে যারা প্রতারণার মাধ্যমে সরলপ্রাণ মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করতে সচেষ্ট তাদের ক্ষপ্পর থেকে মুসলিমদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিল সম্পর্কে কুরআন কী বলেছে তা জানার অধিকার মুসলিমদের রয়েছে। আর তা জানার জন্যই এ আলোচনা।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, প্রচলিত এ গ্রন্থগুলি কখনোই মূল তাওরাত, যাবূর বা ইঞ্জিল নয়। এগুলি মূল গ্রন্থের সাথে অগণিত মিথ্যা মিশ্রিত কয়েকটি জাল গ্রন্থ ছাড়া কিছুই নয়। সকল ইহূদী-খৃস্টান গবেষক একবাক্যে স্বীকার করেন যে, প্রচলিত তাওরাত, যাবূর, ইনজীল বা বাইবেলের পুস্তকগুলি সবই মানবরচিত এবং অগণিত বিকৃতি ও ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা। তবে

মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য খৃস্টান প্রচারকগণ দাবি করেন যে, বাইবেলে কোনো ভুল নেই, তার প্রমাণ কুরআনে এগুলির প্রশংসা করা হয়েছে এবং এগুলিতে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। তারা বলেন, কুরআন প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর যুগে প্রচলিত তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থ বিশুদ্ধ ছিল। আর সে যুগে যে তাওরাত ও ইঞ্জিল ছিল বর্তমান যুগে সেগুলিই প্রচলিত। তাদের এ দুটি দাবিই মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। কুরআন অবতরণের পরেও তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলে অনেক বিকৃতি সাধন করা হয়েছে বলে প্রমাণিত। তবে আমরা এখানে কুরআন নাযিলের সময়ে এ সকল গ্রন্থের অবস্থা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করব।

৫. ১. কুরআনের আলোকে তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল

কুরআন মাজীদ বারংবার উল্লেখ করেছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী মূসা (আ)-কে "তাওরাত" নামক গ্রন্থ, দায়ূদ (আ)-কে "যাবূর" নামক গ্রন্থ এবং ঈসা (আ)-কে "ইঞ্জিল" নামক গ্রন্থ ওহীর মাধ্যমে প্রদান করেন। এ গ্রন্থগুলির মধ্যে ছিল আল্লাহর হেদায়াতের নূর ও বরকতময় বিধিবিধান। কিন্তু এ সকল গ্রন্থের অনুসারীরা এগুলি বিকৃতি করে। কুরআন তিন প্রকারের বিকৃতির কথা উল্লেখ করেছে: (১) ভুলে যাওয়া, (২) বিকৃত করা ও (৩) জাল কথা সংযোজন করা। এরূপ বিকৃতিসহ "তাওরাত", "যাবূর" ও "ইঞ্জিল" নামে গ্রন্থগুলি সে যুগে বিদ্যমান ছিল, যেগুলির মধ্যে তিন প্রকার বিকৃতি ও জালিয়াতির পাশাপাশি মূল ওহীর অনেক কিছু বিদ্যমান ছিল। যেমন, আল্লাহর একত্ব বিষয়ক, যীশু খৃস্টের মানবত্ব বিষয়ক, ত্রিত্ববাদের অসারতা বিষয়ক, মানবাধিকার বিষয়ক, শরীয়তের আইন বিষয়ক, মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর নুবুওয়াত বিষয়ক অনেক কথা বিকৃতির পরেও এ সকল গ্রন্থে বিদ্যমান ছিল।

কুরআনে কখনো কখনো এ সকল বিশুদ্ধ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে ইহূদী-খৃস্টানদেরকে নিন্দা করা হয়েছে যে, এ সকল বিষয় পাঠ করার পরেও তারা তা অমান্য করে। কখনো তাদেরকে তা মানতে ও প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের বিকৃতি ও জালিয়াতির বিষয় উল্লেখ করে তার নিন্দা করা হয়েছে। সর্বোপরি, বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে বিশুদ্ধ বিষয়কে বাছাই করার জন্য আল-কুরআনকে বিচারক ও সংরক্ষক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রকৃত সত্য এই যে, প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে কুরআন বাইবেলের তিন প্রকার বিকৃতির কথা ঘোষণা করেছে। বিগত প্রায় ১২/১৩ শত বৎসর যাবৎ ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ দাবি করে এসেছেন যে, তাদের হাতে বিদ্যমান তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থ আক্ষরিকভাবে আল্লাহর ওহী ও বিশুদ্ধভাবে বিদ্যমান। কিন্তু বিগত প্রায় ২০০ বৎসরে পাশ্চাত্যের ইহূদী-খৃস্টান গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে, কুরআনের ঘোষণা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। আসুন আমরা সংক্ষেপে বিষয়গুলি পর্যালোচনা করি।

৫. ২. তারা তাদের গ্রন্থের একাংশ ভুলে গিয়েছে

ইহূদী-খৃস্টানদের বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের জন্য তাদেরকে লানত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি, তারা শব্দগুলিকে স্বস্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ ভুলে গিয়েছে।" (সূরা (৫) মায়িদা: ১৩ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা মায়িদা ৪১ আয়াত)। অন্যত্র বলেন: "যারা বলে 'আমরা খৃস্টান' তাদেরও অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম; কিন্তু তাদেরকে যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল তার এক অংশ তারা ভুলে গিয়েছে।" (সূরা (৫) মায়িদা: ১৪ আয়াত)

'ভুলে যাওয়ার' বিষয়ে খৃস্টান গবেষকগণের গবেষণা কুরআনের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। ইহূদী ও খৃস্টানগণ বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের অনেক শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। নিম্নের বিষয় দুটি তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে: (১) মূল ভাষার কোনো পাণ্ডুলিপি না থাকা এবং (২) অনেক গ্রন্থের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হওয়া।

৫. ২. ১. মূল ভাষার পাণ্ডলিপির বিলুপ্তি

এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, ঈসা (আ) হিব্রু ও তৎকালীন প্যালেস্টাইনের আঞ্চলিক হিব্রু আরামাইক ভাষায় কথা বলতেন। এ-ই ছিল তাঁর ও তাঁর সমাজের সকল মানুষের মাতৃভাষা ও ধর্মীয় ভাষা। এ ভাষাতেই তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে তার সকল শিক্ষা প্রচার করেন। তাঁর ইনজীলও তিনি এ ভাষাতেই প্রচার করেন। অথচ এ ভাষায় ইঞ্জিলের কোনো পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত নেই। অর্থাৎ বর্তমানে 'ইঞ্জিল শরীফ' নামে যে চারটি পুস্তক প্রচলিত সেগুলি সবই 'অনুবাদ' মাত্র, কোনো অবস্থাতেই মূল কিতাব নয়।[৩]

এখানে উল্লেখ্য যে, চারটি তথাকথিত 'ইঞ্জিল'-এর মধ্যে প্রথম 'ইঞ্জিল': "মথির ইঞ্জিল" হিব্রু ভাষায় লেখা হয়েছিল বলে প্রায় সকল খৃস্টান গবেষক একমত। কিন্তু এ ইঞ্জিলটির মূল হিব্রু পাণ্ডুলিপি বিলুপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত ইঞ্জিলটি উক্ত হিব্রু ইঞ্জিলের গ্রীক অনুবাদ। কে কখন এ অনুবাদটি করেন, তা কোনোভাবেই জানা যায় না। খৃস্টান গবেষকগণ আন্দাজে বলেন, হয়ত অমুক, বা তমুক সম্ভবত অমুক সময়ে অনুবাদটি করেছিলেন। অবশিষ্ট তিনটি ইঞ্জিল মূলত গ্রীক ভাষাতেই লিখা হয়েছে। সর্বোপরি, এ চারটি ইঞ্জিলের কোনোটিরই প্রথম তিন শতাব্দীর কোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব নেই। এমনকি, প্রথম তিন শতাব্দীতে এগুলির 'সুসমাচারগুলি' পঠন, পাঠন, ব্যবহার বা প্রচারের কোনো নমুনাও পাওয়া যায় না।

এভাবে আমরা 'ইঞ্জিল শরীফের' বিষয়ে প্রথম যুগের খৃস্টানদের অকল্পনীয় অবহেলা বুঝতে পারছি। বস্তুত তাদের অবহেলায় মুল ইঞ্জিলটি হারিয়ে গিয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, গত দু-তিন শতকের গবেষণার মাধ্যমেই এ বিষয়টি উদ্ঘাটিত হয়েছে। তবে

কুরআন কারীম বহু আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে, খৃস্টানগণ মূল ইঞ্জিলের একটি অংশ ভুলে গিয়েছে, অর্থাৎ তাদের অবহেলা ও অমনোযোগে তা বিলুপ্ত হয়েছে।

৫. ২. ২. অনেক পুস্তকের বিলুপ্তি

দ্বিতীয় যে বিষয়টি কুরআনের এ বক্তব্যের সত্যতা নিশ্চিত করে তা হলো বাইবেলের মধ্যেই অনেক আসমানী পুস্তকের নাম রয়েছে; যেগুলি কিতাবীগণ চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে (১) 'সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক' (The Book of Wars of the LORD)[৪], (২) 'যাশের পুস্তক (Book of Jasher)[৫], (৩) শলোমন রচিত 'এক হাজার পাঁচটি গীত', (৪) শলোমন রচিত 'প্রাণী জগতের ইতিবৃত্ত', (৫) শলোমন রচিত 'তিন হাজার প্রবাদ বাক্য'[৬], (৬) শমূয়েল ভাববাদীর রাজনীতির পুস্তক (Manner of the Kingdom)[৭], (৭) শমূয়েল দর্শকের পুস্তক (The Book of Samuel ঃযব Seer), (৮) নাথন ভাববাদীর পুস্তক (The Book of Nathan the Prophet), (৯) গাদ দর্শকের পুস্তক (The Book of Gad the Seer)[৮], (১০) শময়িয় ভাববাদীর পুস্তক (The Book of Shemai'ah the Prophet), (১১) ইদ্দো দর্শকের পুস্তক (The Book of Iddo the Seer)[৯], (১২) অহীয় ভাববাদীর ভাববানী (The Prophecy of Ahi'jah), (১৩) ইদ্দো দর্শকের দর্শন (The Vision of Iddo the Seer)[১০], (১৪) হনানির পুত্র যেহুর পুস্তক (The Book of Jehu the son of Hana'ni)[১১], (১৫) যিশাইয় ভাববাদী রচিত উষিয় রাজার আদ্যোপান্ত ইতিহাস (The Acts of Uzziah, first and last, written by Isaiah the Prophet)[১২], (১৬) যিশাইয় ভাববাদীর দর্শন-পুস্তক হিষ্কিয় রাজার ইতিহাস সম্বলিত (The Vision of Isaiah the Prophet, containing Acts of Hezeki'ah)[১৩], (১৭) যিরমিয় ভাববাদী রচিত যোশিয় রাজার বিলাপগীত (The Lamentations of Jeremiah the Prophet for Josi'ah)[১৪], (১৮) বংশাবলি পুস্তক (The Book of Chronicles)[১৫], (১৯) মোশির 'নিয়মপুস্তক' (The Book of the Covenant)[১৬] এবং (২০) শলোমনের বৃত্তান্ত-পুস্তক (The Book of the Acts of Solomon)[১৭]

এগুলি সবই আসমানী পুস্তক বলে বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এগুলির কোনো অস্তিত্ব নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইহূদী-খৃস্টানগণ তাদের উপর নাযিলকৃত কিতাবের কিছু অংশ একেবারেই বিস্মৃত হয়েছে।

৫. ৩. তারা শব্দকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে

আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ ইহূদী-খৃস্টানদের বিষয়ে বলেছেন যে, তারা শব্দকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে। অর্থাৎ তারা আল্লাহর বাণীর মধ্যে এক শব্দের স্থলে অন্য শব্দ বসিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত শব্দ, বাক্য ও অর্থের বিকৃতি ঘটায়। কুরআনে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল-এর বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করলে বিষয়টি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। আমরা উপরের কুরবানির আলোচনায় এরূপ বিকৃতির অল্প কিছু নমুনা দেখেছি। বস্তুত প্রচলিত তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল বা পবিত্র বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান প্রমাণিত বিকৃতিগুলি একত্রিত করলে প্রায় বাইবেলের মতই আরেকটি বিশালাকৃতি গ্রন্থে পরিণত হবে।

৫. ৪. নিজে গ্রন্থ রচনা করে আল্লাহর নামে চালানো

ইহূদী-খৃস্টানগণ নিজ হাতে পুস্তক রচনা করে তা আল্লাহর কিতাব নামে চালাত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন: "সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'এ আল্লাহর নিকট হতে'।"[১৮] তিনি আরো বলেন: "তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে, যাতে তোমরা তাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয়, এবং তারা বলে: 'তা আল্লাহর পক্ষ হতে', কিন্তু তা আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত নয়। তারা জেনে শুনে আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে।"[১৯]

আধুনিক গবেষণা কুরআনের এ বক্তব্যের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে। তাওরাত-ইনজীল কখনোই সাধারণ মানুষের ধর্মগ্রন্থ ছিল না। একান্ত কিছু ধর্মগুরু ছাড়া কেউ এগুলির পঠন পাঠনে জড়িত ছিল না। ফলে এগুলির মধ্যে পরিবর্তন ও

বিকৃতি খুবই সহজ ছিল। এছাড়া নিজে গ্রন্থ রচনা করে আল্লাহর নামে চালানো এবং আল্লাহর গ্রন্থের মধ্যে কিছু কথা সংযোজন করে আল্লাহর নামে চালানো তাদের জন্য সহজ ছিল। উপরে আমরা নবীগণের ও তাঁদের পরিবারের নামে তাওরাতের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন অশ্লীল গল্পের কয়েকটি নমুনা দেখেছি। এ সকল গল্প জালিয়াতির কিছু নমুনা। এছাড়া আরো কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করব।

৫. ৪. ১. স্বীকৃত বাইবেলের মধ্যে বিদ্যমান জাল পুস্তকাদি

খৃস্টানগণের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল বা কিতাবুল মুকাদ্দাস গ্রন্থটির মূল দুটি অংশ। প্রথম অংশ 'পুরাতন নিয়ম' (Old Testament) এবং দ্বিতীয় অংশ নতুন নিয়ম (New Testament) নামে পরিচিত। পুরাতন নিয়মের মধ্যে তথাকথিত "তাওরাত", "যাবূর" ও অন্যান্য অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান। নতুন নিয়মের মধ্যে তথাকথিত চারটি ইঞ্জিল ও অন্যান্য অনেক পুস্তক বিদ্যমান।

পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলির সংখ্যা ও বিশুদ্ধতা নিয়ে ইহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে এবং খৃস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ খৃস্টানগণের বিশ্বাস অনুসারে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তকের সংখ্যা ৪৬টি। বর্তমানে ক্যাথলিক বাইবেলে (Vulgate/Roman Catholic Canon/ Douai-Confraternity Versions) এ পুস্তকগুলি বিদ্যমান। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় এগুলির মধ্য থেকে ৭টি পুস্তক একেবারেই জাল ও বাতিল বলে গণ্য করেন। এজন্য প্রটেস্ট্যান্ট খৃস্টানদের বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পুস্তক সংখ্যা ৩৯। প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের বাইবেলই সাধারণত বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

এখানে আরো লক্ষণীয় যে, পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলি মূলত ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ। তবে ইহূদী বাইবেল ও খৃস্টান বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ ইহূদীগণও প্রটেস্ট্যান্টদের মত ৩৯টি পুস্তককে সঠিক বলে বিশ্বাস করেন, তবে তাদের বাইবেলে গ্রন্থগুলির ক্রম ও বর্ণনা খৃস্টান বাইবেল থেকে ভিন্ন। আর শমরীয় (Samaritans) ইহূদীগণ এগুলির মধ্য থেকে শুধু প্রথম সাতটি গ্রন্থ বিশুদ্ধ ও পালনীয় বলে স্বীকার করে। এ সাতটি পুস্তকের ক্ষেত্রেও শমরীয় ইহূদীদের 'তাওরাত' ও সাধারণ ইহূদীদের তাওরাতের মধ্যে অনেক ভিন্নতা আছে।

নতুন নিয়ম খৃস্টানদের ধর্মগ্রন্থ। খৃস্টানগণ পুরাতন ও নতুন নিয়মের সকল গ্রন্থকে আক্ষরিকভাবে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করেন। তবে ইহূদীগণ নতুন নিয়মের সকল গ্রন্থকে সম্পূর্ণ জাল ও মিথ্যা বলে গণ্য করেন। খৃস্টানদের নিকট প্রচলিত নতুন নিয়মের পুস্তকের সংখ্যা ২৭। এগুলির মধ্যে মাত্র চারটি পুস্তক "ইঞ্জিল" নামে পরিচিত। 'ইঞ্জিল' শব্দটি এ চারটি গ্রন্থের জন্যই প্রযোজ্য। গ্রীক 'ইনক্লিয়ন' শব্দ থেকে 'ইঞ্জিল' শব্দটি রূপান্তরিত। এর অর্থ 'সুসংবাদ ও শিক্ষা'। ইঞ্জিল চারটি নিম্নরূপ: (১) মথি লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Matthew), (২) মার্ক লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Mark), (৩) লূক লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. Luke) ও (৪) যোহন লিখিত সুসমাচার (The Gospel According To St. John)।

এখানে ইংরেজি ও বাংলা নামের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। উপরে প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে 'সুসমাচার'গুলির ইংরেজি নাম উল্লেখ করেছি। এগুলির সঠিক অনুবাদ: 'মথির মতানুসারে 'ইনজীল', 'মার্কের মতানুসারে 'ইনজীল', 'লূকের মতানুসারে 'ইনজীল' ও 'যোহনের মতানুসারে 'ইনজীল'। আর রোমান ক্যাথলিক বাইবেলে এগুলির নাম: The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Matthew, The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Mark, The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Luke, The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. John. অর্থাৎ সাধু মথির মতানুসারে যীশু খৃস্টের পবিত্র ইঞ্জিল.. সাধু মার্কের মতানুসারে যীশু খৃস্টের পবিত্র ইঞ্জিল....

পাঠক, আশা করি খুব সহজেই বুঝতে পারছেন যে, ঈসা (আ)-এর অনেক পরে এ সকল সুসমাচার লেখা হয়। ঈসা (আ) একটি সুসমাচার বা ইঞ্জিল প্রচার করেছিলেন বলে সকলেই জানত। তবে কারো কাছেই এর কোনো কপি ছিল না। তাঁর তিরোধানের শতবৎসর পর থেকে পরবর্তী প্রায় দু শতাব্দী অনেক মানুষ 'সুসমাচার' লিখে প্রচার করেন যে, এটি ঈসা (আ) এর সুসমাচার। এজন্য এগুলির এইরূপ নামকরণ করা হয়: 'অমুকের মতানুসারে এই হলো সুসমাচার', সঠিক সুসমাচার কোনটি তা কেউ জানে না। এ বিষয়টি চাপা দেওয়ার জন্যই বাংলা অনুবাদে কারসাজি করা হয়েছে। এখন আবার "ইঞ্জিল শরীফ" নামে আরো অনেক কারসাজি করা হচ্ছে। কখনো প্রথম সিপারা, দ্বিতীয় সিপারা ইত্যাদি নামে, কখনো প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড নামে পাঠকদের প্রতারণা করা হচ্ছে।

বাকি ২৩টি গ্রন্থ বা পুস্তিকার মধ্যে মাত্র ৮টি পুস্তিকা বা পত্র যীশুখৃস্টের কয়েকজন শিষ্য বা হাওয়ারির নামে প্রচলিত। আরেকটি পুস্তক তাদের কার্যবিবরণী নামে প্রচলিত। এগুলির মধ্যে পিতরের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের দ্বিতীয় পত্র, যোহনের তৃতীয় পত্র, যাকোবের পত্র, যিহূদার পত্র, যোহনের নিকট প্রকাশিত বাক্য: এ ছয়টি পুস্তিকার বিষয়ে খৃস্টানদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। অধিকাংশ প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিত এগুলিকে জাল বলে নিশ্চিত করেছেন। এছাড়া যোহনের প্রথম পত্রের কয়েকটি অনুচ্ছেদকেও তারা জাল বলেছেন।[২০]

অবশিষ্ট ১৪টি পুস্তক বা পত্র পৌল বা পল (Paul) নামক এক ব্যক্তির লেখা, যিনি জীবনে কখনো যীশুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। যীশুর ঊর্ধ্বারোহণের অনেক পরে তিনি হঠাৎ করে দাবি করেন যে, যীশু তাকে দেখা দিয়েছেন এবং তাকে "শিষ্যত্ব" প্রদান করেছেন। বর্তমান প্রচলিত ত্রিত্ববাদী খৃস্টধর্ম এ ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা। ইঞ্জিল নামে প্রচলিত চারটি পুস্তকে যীশুর মুখের যে সকল বাণী ও নির্দেশনা এখনো বিদ্যমান সাধু পলের বক্তব্য এ সকল কথার সাথে সাংঘর্ষিক। খৃস্টানগণ এ ব্যক্তিকে সাধু বলে গণ্য করলেও সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে, এ ব্যক্তি ছিলেন একজন ভণ্ড প্রতারক। বাহ্যত এ ভণ্ড শিষ্য ও ভণ্ড ভাববাদীর আবির্ভাব সম্পর্কে সতর্ক করে যীশু বলেন: "ভাক্ত খ্রীস্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা (false Christs and false prophets) উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ (great signs and wonders) দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে।"[২১]

সর্বাবস্থায়, মহামতি পল সাধু হন আর ভণ্ডই হন, তিনি যে মিথ্যাবাদী ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কারণ তিনি নিজেই তা সগৌরবে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "For if the truth of God hath more abounded through my lie unto his glory; why yet am I also judged as a sinner?" কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?"[২২]

স্বস্বীকৃত এ মিথ্যাবাদীই প্রচলিত খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রচলিত "ইঞ্জিল শরীফের" অধিকাংশ পুস্তকের প্রণেতা। আরো লক্ষণীয় যে, ইঞ্জিল চুতষ্টয় ও নতুন নিয়মের অন্যান্য পুস্তিকাও সাধু পলের মতবাদ প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভের পরে প্রণীত ও প্রচারিত। স্বভাবতই এগুলিও তার মতের আলোকেই লেখা হয়েছে।

এভাবে আমরা দেখছি যে, "তাওরাত" ও "ইঞ্জিল" নামে বা "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রচলিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ইহূদী-খৃস্টানদের স্বীকৃতি অনুসারেই অনেক জাল বা সন্দেহজনক পুস্তক বিদ্যমান।

৫. ৪. ২. প্রচলিত কিতাবগুলি সবই অপ্রমাণিত ও সূত্র বিহীন

তাওরাত, যাবূর বা ইঞ্জিল নামে প্রচলিত এ পুস্তকগুলির কোনো বর্ণনা সূত্র নেই। 'তাওরাত', যাবূর ও ইঞ্জিল নামে সংকলিত পুস্তকগুলি কি সত্যই মূসা (আ), দায়ূদ (আ) ও ঈসা (আ)-এর কিতাব, না পরবর্তীযুগে তাঁদের নামে বানানো তা জানার উপায় নেই। একটি গ্রন্থেরও সনদ নেই, গ্রন্থাকার, লিপিকার ও বর্ণনাকারীদের কারো নাম জানা যায় না, প্রাচীন যুগে এগুলির পঠন পাঠনও ছিল না। বাইবেলের মধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসা (আ) তোরাহ-এর একটিমাত্র কপি নিয়মসিন্দুকে সংরক্ষিত করে রাখার ব্যবস্থা করেন এবং প্রতি সাত বৎসর পর পর তা জনসমক্ষে পাঠের নির্দেশ দেন। মূসা (আ)-এর পরে শতশত বৎসর ইহূদীগণ মূসা (আ)-এর ধর্ম ও শরীয়ত ত্যাগ করে মুর্তিপূজায় রত থাকে। তারা তাওরাত পরিত্যাগ করে এবং নিয়ম-সিন্ধুকের মধ্যে অবস্থিত তাওরাতটি তাদের মধ্য থেকে হারিয়ে যায়। কয়েক শত বৎসর পরে দাউদ বংশের শাসক যোশিয়া বিন আমোন (Josiah, son of Amon)-এর রাজত্বের ১৮শ বৎসরে (খৃ. পূ. ৬২০/৬২১ সালে) হিল্কিয় মহাযাজক (Hilki'ah the high priest) দাবি করেন যে, তিনি 'সদাপ্রভুর গৃহে', অর্থাৎ যিরূশালেমে শলোমনের মন্দিরের মধ্যে মোশির তোরাহ বা ব্যবস্থাপুস্তকখানি (the book of the law) পেয়েছেন। বাহ্যত মনে হয় রাজা ও জনগণকে সংশোধন করার নেক নিয়্যাতে তিনি নিজেই পুস্তকটি রচনা করে পুরাতন পুস্তক খুঁজে পাওয়ার দাবি করেন।[২৩]

কয়েক বছর পরে খৃস্টপূর্ব ৫৮৮-৫৮৬ অব্দে[২৪] যখন ব্যবিলন সম্রাট নেবুকাদনেজার (Nebuchadnezzar) বা বখত নসর যেরুযালেম নগরী ও ইহূদী রাজ্য ধ্বংস করে সকল ইহূদীকে বন্দী করে ব্যবিলনে নিয়ে যান তখন এ অনির্ভরযোগ্য ও সূত্রবিহীন কপিটির প্রায় পুরোটুকুই হারিয়ে যায়। নেবুকাদনেজারের এ ঘটনার মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মের পূর্বেকার সকল গ্রন্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে একেবারেই বিলীন হয়ে যায়। ইহূদীদের ধারণা অনুযায়ী প্রায় এক শতাব্দী পরে ইয্রা পুনরায় পুরাতন নিয়মের এ সকল গ্রন্থ নিজের পক্ষ থেকে লিখেন। খৃ. পূ. ১৬৮ অব্দে সিরিয়ার গ্রীক শাসক চতুর্থ এন্টিয়ক (Antiochus Epiphanes) যেরুজালেম ও ইহূদী রাজ্য পুনরায় ধ্বংস করেন এবং সলোমনের মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে গ্রীক প্রতিমা-মন্দির স্থাপন করেন।[২৫] এ ঘটনায় ইয্রার লেখা কপিগুলি এবং এর অধিকাংশ উদ্ধৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়।

ইঞ্জিল বা নতুন নিয়মের পুস্তকগুলির অবস্থা আরো শোচনীয়। যীশুর তিরোধানের প্রায় ২০০ বৎসর পরে দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষে আরিনূস/ Irenaeus (১৩০-২০০খৃ)-এর লিখনিতে সর্বপ্রথম প্রথম তিন সুসমাচারের "নাম" শুনা যায়। চতুর্থটির নাম শুনা যায় আরো অনেক পরে। আরিনূস এবং পরবর্তীদের কথা থেকে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় শতকের শেষে এ নামে কয়েকটি পুস্তক

প্রচারিত ছিল। এমন একজন ব্যক্তির অস্তিত্বও পাওয়া যায় না, যিনি বলেছেন যে, মথি, মার্ক, লূক, যোহন, পিতর, যাকোব বা অমুক... এ সুসমাচারটি বা পত্রটি লিখেছেন, অমুক ব্যক্তি তার নিকট থেকে পূর্ণ সুসমাচারটি বা পত্রটি শুনেছিলেন বা পড়ে নিয়েছিলেন, তাঁর নিকট থেকে অমুক ব্যক্তি তা পড়েছিলেন, শুনেছিলেন বা অনুলিপি তৈরি করেছিলেন... তার নিকট থেকে আমি তা শুনেছি বা অনুলিপি তৈরি করেছি। প্রায় ২০০ বৎসর পর্যন্ত এরূপ কোনো সূত্র পরম্পরা নতুন নিয়মের কোনো একটি পুস্তক বা পত্রেরও নেই। একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত নেই। প্রায় দুই শতাব্দী পরে এসে বলা হচ্ছে যে, এ সুসমাচারটি মথির লেখা, এ সুসমাচারটি মার্কের লেখা.... ইত্যাদি। তিনি আদৌ লিখেছেন কিনা, লিখলে কতটুকু লিখেছিলেন তা কিছুই জানা যাচ্ছে না।

বড় অবাক লাগে যে, প্রথম যুগের খৃস্টানগণ সবচেয়ে অবহেলা করেছেন তাদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি। প্রথম দুই শতাব্দীতে কয়েক প্রজন্মের খৃস্টানগণ অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করে বিভিন্ন দেশে যীশুর বাণী ও বিশ্বাস প্রচার করেছেন, কিন্তু কেউই যীশুর শিক্ষা বা ইঞ্জিলের কোনো লিখিত রূপ সংরক্ষণ করেন নি বা সাথে রাখেন নি। সবাই যা শুনেছেন বা বুঝেছেন, তাই নিজের মনমত প্রচার করেছেন। প্রথম শতাব্দীর মধ্যেই যিরুযালেম, রোম, আলেকজেন্দ্রিয়া, এন্টিয়ক ইত্যাদি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে খৃস্টান চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিশপ নিযুক্ত হয়েছেন। স্বভাবতই প্রত্যেক চার্চে অন্তত কয়েক কপি 'ইঞ্জিল' থাকার কথা ছিল, প্রত্যেক খৃস্টানের নিকট না হলেও হাজার হাজার খৃস্টানের মধ্যে অনেকের কাছেই ধর্মগ্রন্থ থাকার কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃত বিষয় ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সকল বিশপের অনেকের অনেক চিঠি বা বই এখনো সংরক্ষিত আছে। তাতে অনেক উপদেশ রয়েছে। কিন্তু তাতে এ সকল সুসমাচারের কোনো উল্লেখ নেই।

২০০ বৎসর পর্যন্ত কোনো চার্চে কোনো ইঞ্জিল সংরক্ষিত রাখা বা পঠিত হওয়া তো দূরের কথা এগুলির কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। এ সময়ের মধ্যে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, অনেক কথা লিখেছেন, সবই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল। কেউই তাকে ঐশ্বরিক প্রেরণা নির্ভর বলে মনে করেন নি। নইলে প্রথম শতকের শেষভাগে মথি, মার্ক, লূক বা যোহন তার ইঞ্জিল লিখে সকল বিশপের নিকট পাঠিয়ে দিতে পারতেন এই বলে যে, ইশ্বরের প্রেরণায় আমি এই ইঞ্জিল লিখলাম। একে মান্য করতে হবে।... কখনোই তারা তা করেন নি।

প্রকৃত সত্য হলো, ঈসা (আ)-এর শিষ্যগণ তাঁর প্রচারিত ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ করেন নি। আমরা ইতোপূর্বে যীশু খৃস্টের কিয়ামত বিষয়ক বক্তব্যে দেখেছি যে, তিনি বলেছেন: "আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, এই কালের লোকদের লোপ হইবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত সিদ্ধ হয় (This generation shall not pass, till all these things be fulfilled)।" এভাবে "ইঞ্জিল"-এর অনেক স্থানেই বলা হয়েছে যে, যীশুর যুগের মানুষগুলির মৃত্যুর আগেই কিয়ামত এসে যাবে। এজন্য যীশুর শিষ্যগণ সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বিশ্বাস করতেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ঈসা (আ) আসমান থেকে নেমে আসবেন এবং কিয়ামত হয়ে যাবে। "নতুন নিয়মের" অনেক স্থানে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] এ জন্য "নতুন নিয়মে" ওহী বা আসমানী শিক্ষাকে লিপিবদ্ধ করতে বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে।[২৭] এজন্য তারা কখনোই ইঞ্জিল লিখে রাখার চিন্তা করেন নি। মুখে মুখে বিক্ষিপ্ত কিছু কথা তাঁরা প্রচার করতেন। এছাড়া "পুরাতন নিয়ম" ছাড়া পৃথক বা নতুন কোনো গ্রন্থ বা "নিয়ম"-এর চিন্তাও তারা করেন নি। দ্বিতীয় শতকের শেষদিকে আরিনূস সর্বপ্রথম খৃস্টধর্মকে একটি কিতাবী ধর্ম হিসাবে রূপ প্রদানের চেষ্টা করেন। এরপূর্বে খৃস্টান ধর্মপ্রচারক ও ধর্মগুরুগণ মূলত ইহূদীদের ধর্মগ্রন্থ বা পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলিকেই নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থরূপে মেনে চলতেন।[২৮]

এ অবস্থার পাশাপাশি ঈসা (আ)-এর শিষ্যগণ এবং তাদের পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম ৩০০ বৎসর পর্যন্ত তৎকালীন রোমান রাষ্ট্র প্রশাসন কর্তৃক কঠিন অত্যাচার ও গণহত্যার শিকার হন। এ দীর্ঘ সময়ে যে যা পেরেছে 'ইঞ্জিল' নামে লিখে প্রচার করেছে। ৩০০ বৎসর পরে এ সব অগণিত পুস্তকের মধ্য থেকে তৎকালীণ ধর্মগুরুগণ নিজেদের মর্জিমাফিক কিছু পুস্তক পছন্দ করে তাকে বিশুদ্ধ বা ক্যাননিক্যাল বলে মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

খৃস্টানগণ দাবি করেন যে, তাদের নিকট ৪র্থ-৫ম শতকে লেখা বাইবেলের কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, বাইবেল বিকৃত নয়। প্রকৃতপক্ষে এ সকল পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে যে, বাইবেল বিকৃত। কারণ এ সকল পাণ্ডুলিপির একটির সাথে আরেকটির ব্যাপক অমিল ও বৈপরীত্য রয়েছে। বাইবেলের যে সকল পুস্তক জাল ও ভিত্তিহীন বলে তারা স্বীকার করেন সেগুলিও এ সকল পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিদ্যমান। এ সকল "প্রাচীন" পাণ্ডুলিপি প্রমাণ করে, তাদের পূর্বসূরীরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে কিভাবে বিকৃত করতেন এবং এগুলির মধ্যে জাল ও বানোয়াট পুস্তকাদি ঢুকাতেন।

৫. ৪. ৩. "বাইবেলের" মধ্যে বিদ্যমান প্রমাণিত জালিয়াতি

সুপ্রিয় পাঠক, উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিত জেনেছি যে, ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণের স্বীকৃতি অনুসারেই প্রচলিত

বাইবেলের মধ্যে কিছু জাল গ্রন্থ বা বক্তব্য বিদ্যমান যেগুলিকে তারা "সন্দেহজনক (Apocrypha) বলেন। আমরা আরো জেনেছি, যে গ্রন্থগুলিকে তারা বিশুদ্ধ (Canonical) বলে দাবি করেন সেগুলির বিশুদ্ধতার কোনোরূপ দলিল-সমর্থিত (documentary) প্রমাণ তারা দিতে পারেন না। এখন আমরা অতি সামান্য কয়েকটি দলিল সমর্থিত (documentary) প্রমাণ পেশ করব যা নিশ্চিত করবে যে, তাঁদের স্বীকৃত (Canonical) বাইবেল বা তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থের মধ্যে জালিয়াতি বিদ্যমান। প্রথমেই আমরা জালিয়াতি প্রমাণের পদ্ধতি আলোচনা করব।

বিশ্বের যে কোনো বিচারালয়ে উত্থাপিত মামলায় পেশকৃত দলিল-প্রমাণের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তার মধ্যে একটি পদ্ধতি প্রমাণটির তথ্যগত পরীক্ষা। যেমন কেউ যদি দাবি করলেন যে, তার পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাকে অমুক জমিটি দান করেছিলেন। দাবির পক্ষে তিনি একটি দলিল পেশ করলেন যাতে লেখা আছে, বিশ্বরোডের বা অমুক বাজারের অমুক দোকানের অমুক পার্শ্বের জমিটি আমি তাকে লিখে দিলাম। কিন্তু বাস্তবে উক্ত বিশ্বরোড বা বাজারটি তার পিতার সময়ে ছিলই না, তার মৃত্যুর অনেক বছর পরে তৈরি বা চালু করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, দলিলটি জাল, বিশ্বরোড বা বাজার সৃষ্টি হওয়ার পরে তা জাল করা হয়, ফলে জালিয়াত অসতর্কভাবে কথাটি লিখে।

জালিয়াতি ধরার অন্য পদ্ধতি একাধিক প্রমাণের পারস্পরিক নিরীক্ষা। যেমন একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিনটি প্রমাণ পেশ করা হলো। একটিতে রয়েছে, লোকটি হত্যার সময় লাল শার্ট পরিহিত ছিল, অন্যটিতে রয়েছে, সে এ সময় কাল শার্ট পরিহিত ছিল এবং তৃতীয়টিতে বলা হয়েছে যে, লোকটি তখন খালি গায়ে ছিল। আমরা বুঝতে পারছি যে, যে কোনো বিচারক এ প্রমাণগুলি সবগুলিকেই জাল বলে বাতিল করবেন।

এভাবে সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কিছু জালিয়াতির নমুনা আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। দ্বিতীয় পুত্রকে অদ্বিতীয় লেখা, পিতাকে দাদা বানানো, একই ব্যক্তির সন্তানের বর্ণনা পরস্পর বিরোধী বক্তব্য ইত্যাদি প্রমাণিত কিছু জালিয়াতি আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এগুলি সবই কুরআনের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে যে, তারা নিজে হাতে কিছু কথা লিখে আল্লাহর কথা বলে চালিয়েছে বা নিজেরা আল্লাহর কিতাবের মধ্যে অনেক কিছু লিখে সংযোজন করেছে। এখানে এ জাতীয় আরো কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করছি।

৫. ৪. ৩. ১. তাওরাত

পবিত্র বাইবেল বা "কিতাবুল মুকাদ্দাস"-এর পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তক একত্রে "তাওরাত" (Torah or Pentateuch) নামে অভিহিত। 'তাওরাহ' একটি হিব্রু শব্দ। এর অর্থ 'শিক্ষা ও বিধিবিধান'। এ পাঁচটি পুস্তক নিম্নরূপ: (১) আদি পুস্তক (Genesis), (২) যাত্রা পুস্তক (Exodus), (৩) লেবীয় পুস্তক (Leviticus), (৪), গণনা পুস্তক (Numbers) ও (৫) দ্বিতীয় বিবরণ (Deuteronomy)। প্রতিটি গ্রন্থই বৃহদাকারের এবং পাঁচটি মিলে বিশাল একটি গ্রন্থ।

এ গ্রন্থগুলি কখনোই মূসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ "তাওরাত" নয়। কারণ মূসা (আ)-এর "তাওরাত" ছিল একটি ছোট্ট গ্রন্থ যার সকল কথা মাত্র কয়েকটি পাথর বা ফলকে লিখে রাখা যায়। মহান আল্লাহ কুরআনে এ বিষয়ে বলেন: "আর আমি তার জন্য লিপিবদ্ধ করলাম ফলকগুলিতে (**Tablets**) সকল কিছু থেকে উপদেশ এবং সকল কিছুর বিবরণ ...।"[২৯]

প্রচলিত তাওরাত-ও এ কথারই সাক্ষ্য দেয়। দ্বিতীয় বিবরণের ২৭ অধ্যায়ের ৫, ৮ শ্লোকে বলা হয়েছে: "৫ আর সে স্থানে তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি, প্রস্তরের এক বেদি গাঁথিবে, তাহার উপরে লৌহাস্ত্র তুলিবে না।... ৮ আর সেই প্রস্তরের উপরে এই ব্যবস্থার সমস্ত বাক্য অতি স্পষ্টরূপে লিখিবে।"

যিহোশূয়ের পুস্তকের বক্তব্য: "তৎকালে যিহোশূয় এবল পর্বতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিলেন। সদাপ্রভুর দাস মোশি ইস্রায়েল-সন্তানদেরকে যেমন আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তেমনি তাহারা মোশির ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত আদেশানুসারে অতক্ষিত প্রস্তরে, যাহার উপরে কেহ লৌহ উঠায় নাই, এমন প্রস্তরে ঐ যজ্ঞবেদি নির্মাণ করিল।...। আর তথায় প্রস্তরগুলির উপরে ইস্রায়েল-সন্তানগণের সম্মুখে তিনি মোশির লিখিত ব্যবস্থার এক অনুলিপি লিখিলেন।"[৩০]

এ থেকে সুনিশ্চিত জানা গেল যে, মূসার (আ) তাওরাতের আকৃতি ও পরিমাণ এমন ছিল যে, একটি যজ্ঞবেদির পাথরে তা পুরোপুরি লিখে রাখা যেত। তোরাহ বলতে যদি বর্তমানে প্রচলিত বিশালাকৃতির ৫টি গ্রন্থ বুঝানো হতো তাহলে কোনো অবস্থাতেই তা সম্ভব হতো না। এভাবে আমরা নিশ্চিত হই যে, তাওরাত নামে প্রচলিত পঞ্চপুস্তক সবই জাল ও পরবর্তীকালে লেখা। এরপরও এ গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কয়েকটি বক্তব্য দেখুন যেগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হন।

(১) তাওরাত নামে পরিচিত ৫ পুস্তকের ১ম পুস্তক আদিপুস্তকের ৩৬ অধ্যায়ের ৩১ আয়াতটি নিম্নরূপ: "ইস্রায়েল-সন্তানদের উপরে কোন রাজা রাজত্ব করিবার পূর্বে ইঁহারা ইদোম দেশের রাজা ছিলেন।"

মোশির বা মূসা (আ)-এর লিখিত বলে প্রচারিত তোরাহ-এর এ কথাটি কখনোই মূসা (আ)-এর কথা হতে পারে না। একথা স্পষ্ট যে, এ কথাটি যিনি লিখেছেন তিনি ইস্রায়েল-সন্তানদের নিজেদের রাজা ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরের যুগের মানুষ। ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথম রাজা ছিলেন শৌল (তালুত)। মূসা (আ)-এর তিনশত ছাপ্পান্ন (৩৫৬) বৎসর পরে শৌলের রাজত্ব গ্রহণের মাধ্যমে

ইস্রায়েল সন্তানদের প্রথম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) তাওরাত-এর দ্বিতীয় পুস্তক যাত্রাপুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ৩৫ আয়াত নিম্নরূপ: "ইস্রায়েল সন্তানেরা চল্লিশ বৎসর, যাবৎ নিবাস-দেশে উপস্থিত না হইল, তাবৎ সেই মান্না ভোজন করিল; কনান দেশের সীমাতে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তাহারা মান্না খাইত।"

এ কথাটি মূসার লেখা নয়। কারণ তাঁর জীবদ্দশায় মান্না ভোজন বন্ধ হয় নি এবং তাঁর জীবদ্দশায় ইস্রায়েল-সন্তানেরা কনান দেশের সীমাতে উপস্থিতও হয় নি।

(৩) তাওরাতের চতুর্থ পুস্তক গণনাপুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকটি নিম্নরূপ: "এই জন্য সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তকে উক্ত আছে: শূফাতে রাহেব, আর অর্ণোনের উপত্যকা সকল।"

এ কথাটি কখনোই মূসা (আ)-এর কথা হতে পারে না। উপরন্তু এ কথাটি প্রমাণ করে যে, মূসা গণনাপুস্তকের লেখক বা রচয়িতা নন। কারণ, ইহূদী-খৃস্টানগণ একমত যে, মূসা (আ)-এর পূর্বে কোনো কিতাব তাদের মধ্যে নাযিল হয় নি এবং মূসা কোনো কিতাব দেখে তাওরাত লিখেন নি। অথচ গণনাপুস্তকের লেখক এখানে 'সদাপ্রভুর যুদ্ধপুস্তক' নামক অন্য একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ পুস্তকটি কে লিখেছিলেন? কোন্ যুগে? কোথায়? আজ পর্যন্ত এ সকল বিষয়ে কোনো কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি।

(৪) মূসা (আ)-এর লেখা বলে কথিত 'তাওরাত'-এর ৫ম পুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ। এ পুস্তকের ৩৪ অধ্যায়ে মূসা (আ)-এর মৃত্যু, মৃত্যুর পরে ত্রিশ দিন যাবৎ ইহূদীদের শোকপালন, যুগের আবর্তনে মূসার (আ) কবর হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ অধ্যায়টি কোনোভাবেই মূসা (আ)-এর লেখা নয়। অনেক অনেক পরে কেউ তা সংযোজন করেছে। কে করেছে তা কেউ বলতে পারে না।

এরূপ অনেক বিষয় রয়েছে তাওরাতের মধ্যে যেগুলি পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণ স্বীকার করতে বাধ্য হন।

৫. ৪. ৩. ২. যাবূর

আমরা মুসলিমরা বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে দায়ূদ (আ)-কে 'যাবূর' নামক গ্রন্থটি প্রদান করেন। কিন্তু বাইবেলের মধ্যে সংকলিত 'যাবূর' বা "গীতসংহিতা" নামক পুস্তকটির অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলি কে লিখেছেন, কে সংকলন করেছেন, কার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা কিছুই জানা যায় না। এগুলি রচয়িতা ও সংকলন-কাল সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মত ও মতভেদ রয়েছে।

লক্ষণীয় যে, খৃস্টানগণ 'যাবূর' বা 'গীতসংহিতা' বলে যে পুস্তকটি প্রচার করেন তার মধ্যে ১৫০টি গীত রয়েছে। এগুলির অর্ধেকের বেশি গীত অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা রচিত বলে এগুলির শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে। ৭২ নং গীতের ২০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে: "যিশয়ের পুত্র দায়ূদের প্রার্থনা সকল সমাপ্ত।" এথেকে সুস্পষ্টতই জানা যায় যে, ৭৩ থেকে ১৫০ নং গীত দায়ূদের রচিত নয়। উপরন্তু ১ থেকে ৭২ পর্যন্ত গীতগুলির মধ্যেও দায়ূদ ছাড়া অন্যদের রচিত অনেকগুলি গীত রয়েছে। গীতগুলির শুরুতেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে আমরা জানতে পারি যে, মুসলিমগণ যে 'যাবূর' গ্রন্থকে আসমানী কিতাব বলে বিশ্বাস করেন বাইবেলের মধ্যে সংকলিত 'যাবূর' কখনোই সে কিতাব নয়। তবে বাইবেলের যাবূরের মধ্যে দায়ূদ (আ)-এর উপরে নাযিলকৃত যাবূরের কিছু কিছু কথা বিদ্যমান আছে বলেই প্রতীয়মান হয়। তবে কোন্ কথাটি দায়ূদের এবং কোন কথাটি পরবর্তীকালে সংযোজিত, তা জানার কোনো উপায় নেই।

৫. ৪. ৩. ৩. ইঞ্জিল

খৃস্টানগণ সরলপ্রাণ মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পুরো "নতুন নিয়ম"-কেই "ইঞ্জিল শরীফ" নামে প্রচার করে। আমরা দেখেছি যে, "নতুন নিয়ম"-এর মধ্যে মাত্র চারটি পুস্তক "ইঞ্জিল" বলে দাবিকৃত, নতুন নিয়মের বাকি ২৩টি পুস্তক বা পত্রের সবই "নিজে হাতের লিখে আল্লাহর নামে চালানো" পুস্তক ছাড়া কিছুই নয়। আমরা আরো দেখেছি যে, এ চারটি পুস্তকেরও কোনো সূত্র, ভিত্তি, প্রথম দু শতকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি কিছুই পাওয়া যায় না।

ঈসা (আ) তাঁর নবুওয়াতের শুরু থেকেই 'ইঞ্জিল' বা সুসমাচার (gospel) প্রচার করতেন। মার্কের ১ম অধ্যায়ের ১৪-১৫ শ্লোকে বলা হয়েছে: "আর যোহন কারাগারে সমর্পিত হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কাল সম্পূর্ণ হইল, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে (ইঞ্জিলে) বিশ্বাস কর (preaching the gospel ... believe the gospel)।"

ঈসার (আ) এ ইঞ্জিল খৃস্টানগণ চিরতরে হারিয়ে ফেলেছেন। ঈসার (আ) ইঞ্জিল নামে চার জনের লেখা চারটি পুস্তক কখনোই তাঁর প্রচারিত ইঞ্জিল নয়। তিনি তো আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন। আর এ চারটি ইঞ্জিলের মধ্যে আল্লাহর বাণী ও ঈসা (আ)-এর বাণী খুবই সীমিত। এগুলি মূলত ঈসা (আ)-এর জীবনী বর্ণনা মূলক গ্রন্থ। তিনি কোথায় কিভাবে জন্মগ্রহণ করলেন, কিভাবে নুবুওয়াত পেলেন, কিভাবে ধর্ম প্রচার করলেন, কীভাবে জিন-ভূত ছাড়ালেন, কোথায় ঘুমালেন... কিভাবে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, কিভাবে কবরস্থ করা হলো, কিভাবে কবর থেকে উঠলেন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে এ চারটি পুস্তকে। অধিকাংশ বর্ণনাই পরস্পর বিরোধী। তবে মূল কথা হলো যীশু খৃস্ট যে ইঞ্জিল প্রচার করতেন তাতে কি এ সকল কথা ছিল? তিনি কি নিজের জন্ম,

নুবুওয়াত, জিনভূত ছাড়ানো, কবে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, কিভাবে চিৎকার করেছিলেন, কিভাবে কবর থেকে উঠলেন ইত্যাদি কথা প্রচার করে বেড়াতেন? সন্দেহাতীতভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলি কখনোই ঈসা (আ)-এর ইঞ্জিল নয়। এগুলি সবই নিজে হাতে লিখে আল্লাহর নামে চালানো পুস্তক।

খৃস্টান গবেষকগণ প্রায় সকলেই একমত যে, মথি, মার্ক ও লূকের সুসমাচারের উৎস মূল একটি সংক্ষিপ্ত 'সুসমাচার'। যাতে বিস্তারিত ঘটনাবলি কিছুই ছিল না। শুধু যীশুর বক্তব্যসমূহ তাতে সংকলিত ছিল। হারিয়ে যাওয়া এই মূল সুসমাচারটিকে খৃস্টান গবেষকগণ 'কিউ' (Q) বলে অভিহিত করেন। জার্মান (Quelle) শব্দ থেকে এই 'কিউ' অক্ষরটি নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ (source) বা উৎস। এতে ইস্টার, প্যাশন ইত্যাদি কিছুই ছিল না। যেহেতু এতে শুধু যীশুর বচন সংকলন করা হয়েছিল এজন্য গবেষকগণ একে (Logia) বলে অভিহিত করেন।[৩১]

এভাবে তথ্যগত বিচারে আমরা দেখছি যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলি মানব রচিত ইতিহাসগ্রন্থ মাত্র, যেগুলির মধ্যে মূল ইঞ্জিলের কিছু কথা রয়েছে।

পারস্পরিক নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত জালিয়াতি এ চারটি ইঞ্জিলের মধ্যে খুবই বেশি। এজন্য একটি মাত্র নমুনা উল্লেখ করছি: যীশুর বংশতালিকা। এর মধ্যেই অনেক বৈপরীত্য রয়েছে। অর্থাৎ একের ভিতর অনেক!

মথি এবং লূক উভয়ে যীশুর বংশ তালিকা প্রদান করেছেন।[৩২] যদি কেউ উভয় তালিকার তুলনা করেন তাহলে উভয়ের মধ্যে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পাবেন, যেগুলির মধ্যে রয়েছে:

১. মথি থেকে জানা যায় যে, মরিয়মের স্বামী যোশেফ-এর পিতার নাম 'যাকোব'। আর লূক থেকে জানা যায় যে, যোশেফ-এর পিতা এলি।
২. মথি থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর। লূক থেকে জানা যায় যে, যীশু দায়ূদের পুত্র নাথন-এর বংশধর।
৩. মথি থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ থেকে ব্যবিলনের নির্বাসন পর্যন্ত যীশুর পূর্বপুরুষগণ সকলেই সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। লূক থেকে জানা যায় যে, দায়ূদ ও নাথন বাদে যীশুর পুর্বপুরুষগণের মধ্যে কেউই রাজা ছিলেন না বা কোনো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন না।
৪. মথি থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েল-এর পিতার নাম যিকিনিয়। আর লূক থেকে জানা যায় যে, শল্টীয়েলের পিতার নাম নেরি।
৫. মথি থেকে জানা যায় যে, সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম অবীহূদ। আর লূক থেকে জানা যায় যে, সরুব্বাবিলের পুত্রের নাম রীষা। মজার কথা হলো, ১ বংশাবলির ৩য় অধ্যায়ে সরুব্বাবিলের সন্তানগণের নাম লেখা আছে, সেখানে অবীহূদ বা রীষা কোনো নামই লেখা নেই। এজন্য সত্য কথা হলো মথি ও লূক উভয়ের বর্ণনাই ভুল।
৬. মথির বিবরণ অনুযায়ী দায়ূদ থেকে যীশু পর্যন্ত উভয়ের মাঝে ২৬ প্রজন্ম। আর লূকের বর্ণনা অনুযায়ী উভয়ের মাঝে ৪১ প্রজন্ম। দায়ূদ ও যীশুর মধ্যে ১০০০ বৎসরের ব্যবধান। প্রত্যেক প্রজন্মের সময়কাল মথির বিবরণ অনুসারে ৪০ বৎসর এবং লূকের বর্ণনা অনুসারে ২৫ বৎসর।

বস্তুত যীশুর সুদীর্ঘ বংশতালিকার একটির সাথে আরেকটির কোনো মিল নেই। প্রথমে যোশেফ ও শেষে দায়ূদ এই দুইটি নামে মিল আছে। আর মধ্যস্থানে সরুব্বাবিল ও শল্টীয়েলের নাম উভয় তালিকাতেই আছে। তবে নামের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন। মথির বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ১৩তম ঊর্ধ্বপুরুষ। আর লূকের বর্ণনায় শল্টীয়েল যীশুর ২২তম ঊর্ধ্বপুরুষ। ....

এ দুই অধ্যায়ের এ পরস্পর বিরোধিতা সামান্যতম দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। খৃস্টান পণ্ডিতগণ এ জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করে চলেছেন, যেগুলি সবই বাতুল ও অপ্রাসঙ্গিক। এক্ষেত্রে তাদের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা: এমন হতে পারে যে, মথি যোশেফ-এর "নিজের পিতার" বংশতালিকা লিখেছেন এবং লূক যোশেফের "শ্বশুরপিতার" (!) বংশতালিকা লিখেছেন। এ ব্যাখ্যা অনুসারে যোশেফ এলির পুত্র নয়, জামাতা। মরিয়ম ছিলেন এলির কন্যা।

এ ব্যাখ্যাটি বিভিন্ন কারণে বাতিল। সেগুলির অন্যতম যে, হিব্রু, আরবী বা সেমিটিক ভাষায় জামাতাকে কখনোই শ্বশুরের বংশের বলে দেখানো হয় না। পিতা ছাড়া অন্যকে কোনো কারণে পিতা ডাকলেও, বংশ পরিচয়ে অমুকের ছেলে অমুক বলতে নিজের পিতাকেই বুঝানো হয়।

সবচেয়ে বড় কথা, এ ব্যাখ্যা অনুসারে যীশু আর "খৃস্ট" হতে পারেন না। কারণ তিনি সেক্ষেত্রে দায়ূদের পুত্র শলোমনের বংশধর থাকবেন না; বরং তিনি দায়ূদের পুত্র নাথনের বংশধর বলে প্রমাণিত হবে। তার মাতার বংশই তার বংশ। ইঞ্জিলগুলি বারংবার বলেছে যে, যীশুর জন্ম হয়েছে পিতা ছাড়া। তিনি যোশেফের সন্তান নন, শুধু মরিয়মের সন্তান। কাজেই মরিয়মের স্বামী যোশেফের বংশ যাই হোক না কেন তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না। তাঁর মাতা যেহেতু নাথনের বংশধর সেহেতু তিনিও নাথনের বংশধর, শলোমনের বংশধর নন।

এথেকে প্রমাণিত হবে যে তিনি ত্রাণকর্তা মসীহ বা খৃস্ট (Christ) ছিলেন না। কারণ বাইবেলের সকল বর্ণনা এবং ইহূদী ও খৃস্টানগণের ঐকমত্য যে, ত্রাণকর্তা মসীহ (খৃস্ট) শলোমানের বংশধর হবেন।

যীশুর বংশতালিকার আরো কয়েকটি প্রমাণিত ভুল দেখুন। মথি বংশতালিকার শেষে ১ম অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে লিখেছেন: "এইরূপে আব্রাহাম অবধি দায়ূদ পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন অবধি খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।"

এখানে দুটি সুনিশ্চিত ও প্রমাণিত ভুল বিদ্যমান।

প্রথমত, এখানে স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, যীশুর বংশতালিকা তিন অংশে বিভক্ত, প্রত্যেক অংশে ১৪ পুরুষ রয়েছে এবং যীশু থেকে আব্রাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ। এ কথাটি সুস্পষ্ট ভুল। মথির ১/১-১৭-র বংশ তালিকায় যীশু থেকে আবরাহাম পর্যন্ত ৪২ পুরুষ নয়, বরং ৪১ পুরুষের উল্লেখ রয়েছে। যে কোনো পাঠক গণনা করলেই তা জানতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, মথি লিখেছেন: "দায়ূদ অবধি বাবিলে নির্বাসন পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।" বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এ কথাটি মারাত্মক ভুল। ১ বংশাবলির ১ম অধ্যায় থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই পর্যায়ে ১৮ পুরুষ ছিল, ১৪ পুরুষ নয়। আরো লক্ষণীয় যে, বংশাবলি ও মথি- বাইবেলের দুই স্থানেই স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী ব্যক্তি পরবর্তী ব্যক্তিকে জন্ম দিয়েছেন বা পরবর্তী ব্যক্তি পূর্ববর্তী ব্যক্তির পুত্র। মথি তালিকার বিভিন্ন স্থান থেকে চার পুরুষ ফেলে দেওয়া সত্ত্বেও লিখেছেন যে, পূর্ববর্তী ব্যক্তি পরের ব্যক্তির সরাসরি জনক। তিনি এতেও ক্ষান্ত হন নি। উপরন্তু এদের মাঝে যে আর কেউ ছিল না নিশ্চিত করতে এ পর্যায়ে সর্বমোট ১৪ পুরুষ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

এজন্য প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ কার্ডিনাল জন হেনরী নিউম্যান (১৮০১-১৮৯০) আফসোস করে বলেন, "খৃস্টধর্মে একথা বিশ্বাস করা জরুরী যে, তিনে এক হয় বা তিন ও এক একই সংখ্যা। কিন্তু এখন একথাও বিশ্বাস করা জরুরী হয়ে গেল যে, ১৪ এবং ১৮ একই সংখ্যা; কারণ পবিত্র গ্রন্থে কোনো ভুল থাকার সম্ভাবনা নেই!" আমরা তার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে পারি, ৪১ ও ৪২ একই সংখ্যা! বস্তুত এ জাতীয় ভুলগুলি প্রমাণ করে যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলি জালিয়াতিতে ভরা এবং যারা এগুলি লিখেছিলেন তারা তত বেশি অভিজ্ঞ জালিয়াত ছিলেন না।

৫. ৪. ৪. অশ্লীলতা, বিধর্মী হত্যা ও গণহত্যার নির্দেশ

যে কোনো বিবেকবান ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে, উপরের বিষয়গুলি প্রমাণিত জালিয়াতি, তথ্য যাচাই ও পারস্পরিক নিরীক্ষা দ্বারা যা প্রমাণিত। তাওরাত, যাবূর, ইঞ্জিল বা কিতাবুল মুকাদ্দাস বলে প্রচারিত পুস্তকগুলির মধ্যে এরূপ প্রমাণিত জালিয়াতি বা স্বহস্তে লিখিত সংযোজন অগণিত।

জালিয়াতি প্রমাণের আরেকটি পদ্ধতি অর্থ-বিচার। যেমন, কোনো একজন প্রসিদ্ধ মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক মানুষের বিষয়ে যদি বলা হয় যে, তিনি ভিন্নমতাবলম্বীদের বা ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের ঢালাও হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে স্বাভাবিক বিচারেই যে কেউ বলবেন যে, এ কথাটি তার নামে বানানো জাল কথা, তিনি এ কথা বলতে পারেন না। পবিত্র বাইবেল বা 'কিতাবুল মুকাদ্দাসে'র তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিলের মধ্যে এরূপ অর্থ বিচারে জাল প্রতীয়মান অনেক বিষয় বিদ্যমান। যেগুলির মধ্যে অশ্লীল কাহিনীগুলি আমরা দেখেছি। যাচাই ও নিরীক্ষা ছাড়াই যে কেউ বলবেন যে, এগুলি জাল, এগুলি কখনোই সত্য হতে পারে না।

অনুরূপ আরেকটি বিষয় হলো ধর্মীয় সহিংসতা, বিধর্মী নিপীড়ন, বিধর্মী হত্যা ও গণহত্যার নির্দেশনা। ইসলামে রাষ্ট্রের বা নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কেবল যোদ্ধা শত্রুগণের বিরুদ্ধে জিহাদ বা রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। খৃস্টান প্রচারকগণ জিহাদের অর্থ বিকৃত করে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে থাকেন। অথচ বাইবেলে নির্বিচার গণহত্যা, বিধর্মী হত্যা, নিরস্ত্র বিধর্মী হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত ইঞ্জিলের বর্ণনানুসারে স্বয়ং যীশু তার বিরোধীদের নির্বিচারে জবাই করার নির্দেশ দিয়ে বলেন: "But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither, and slay them before me", "পরন্তু আমার এই যে শত্রুগণ ইচ্ছা করে নাই যে, আমি তাহাদের উপরে রাজত্ব করি, তাহাদিগকে এই স্থানে আন, আর আমার সাক্ষাতে বধ কর।"[৩৩]

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধবন্দী, নিরস্ত্র নারী, পুরুষ, শিশু ও অবলা প্রাণী নির্বিচারে হত্যা করতে[৩৪], বিধর্মীদের উপাসনালয় ভেঙ্গে ফেলতে[৩৫], অযোদ্ধা সাধারণ সরলপ্রাণ বিধর্মীদেরকে প্রতারণা করে খানাপিনার দাওয়াত দিয়ে সেখানে তাদের হত্যা করতে[৩৬], নিরস্ত্র বন্দীদেরকে জবাই করতে বা পুড়িয়ে মেরে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে[৩৭]।

যে কোনো বিবেকবান মানুষ স্বীকার করবেন যে, এগুলি কোনো ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ হতে পারে না।

৫. ৪. ৫. আরো কত জাল কিতাব

উপরে আমরা দেখলাম যে, প্রচলিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের মধ্যে অনেকগুলি পুস্তক জাল (Apocrypha) বলে অধিকাংশ

ইহূদী ও খৃস্টান ধর্মগুরু স্বীকার করেছেন। এগুলি সবই নিজের হাতে পুস্তক রচনা করে 'আল্লাহর নামে' চালানোর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এগুলি ছাড়া আরো অনেক কিতাব ইহূদী-খৃস্টানগণ লিখে আল্লাহর কিতাব বলে চালিয়েছেন। যেমন প্রকাশিত বাক্য, ক্ষুদ্র আদি পুস্তক, উর্ধ্বারোহণ পুস্তক (The Assumption of Moses) রহস্য পুস্তক, প্রতিজ্ঞা (Testament) পুস্তক ও স্বীকৃতি পুস্তক, এই ৬টি গ্রন্থ মোশির (মূসা আ.) নামে প্রচারিত। ইয্রার চতুর্থ পুস্তক ইয্রার (Ezra) নামে প্রচারিত। যিশাইয়র উর্ধ্বারোহণ (The Ascension of Isaiah) ও যিশাইয়র নিকট প্রকাশিত বাক্য দুইটি গ্রন্থ যিশাইয় (Isaiah) ভাববাদীর নামে প্রচারিত। যিরমিয় (Jeremiah) ভাববাদীর প্রসিদ্ধ পুস্তক ছাড়াও Paralipomena of Jeremiah নামে আরো একটি পুস্তক তার নামে প্রচারিত। হবক্কূক (Habakkuk) ভাববাদীর নামে অনেকগুলি কথা প্রচারিত এবং সলোমনের (সুলাইমান) নামে কয়েকটি যাবূর বা গীতসংহিতা (Psalms of Solomon) প্রচারিত।[৩৮]

'ইঞ্জিল' নামে বা ঈসা (আ) ও তাঁর শিষ্যদের নামে লেখা পুস্তকাদির সংখ্যা শতাধিক। যে ২৭টি পুস্তক বা পত্র তৃতীয়-চতুর্থ খৃস্টীয় শতক থেকে 'ক্যাননিক্যল' বা বৈধ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে রয়েছে সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য কয়েক ডজন 'ইঞ্জিল শরীফের' মধ্যে রয়েছে: Gospel of Marcion, Gospel of Perfection, Gospel of Truth, Gospel of Judas, Gospel of Peter, Gospel of Philip, Gospel of Thomas, Infancy Gospel, Protevangelium of James, Gospel of Eve, Gospel of Mary, Gospel of Ebionites, Gospel of Egyptians, Gospel of Hebrews, Gospel of Nazarenes, Infancy Gospel....[৩৯]

৪. ৪. ৬. কুরআন কারীমই সংরক্ষক-বিচারক

উপরের আলোচনা থেকে পাঠক জেনেছেন যে, ইহূদী-খৃস্টানগণের নিকট সংরক্ষিত তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি কখনোই মূসা (আ), দায়ূদ (আ) ও ঈসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত গ্রন্থ নয়। আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, এগুলির বিষয়ে কুরআন যে তথ্যগুলি দিয়েছে তা সঠিক। এগুলির অনেক অংশ বিলুপ্ত হয়েছে, এগুলির মধ্যে অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং অনেক কিছু সংযোজন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত পুস্তকগুলির মধ্যে কিছু ওহীর কথা এসকল পরিবর্তন ও সংযোজনের সাথে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে কোন্ কথাটি সঠিক এবং কোন্ কথাটি বিকৃতি তা বুঝার বা যাচাই করার কোনো উপায় নেই।

যে কোনো নিরপেক্ষ বিবেকবান বিচারক স্বীকার করবেন যে, কোনো প্রমাণ বা ডকুমেন্টের মধ্যে কিছু বক্তব্য জাল বলে প্রমাণিত হলে মূল ডকুমেন্টটির আর কোনো প্রমাণযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। কোনো দলিলের মধ্যে যদি কিছু কথা জাল বলে প্রমাণিত হয় তাহলে তাতে মূল দলিলটিই জাল বলে প্রমাণিত হয়। এরূপ দলিলের কোনো কথাকেই আর মামলা-মোকদ্দমায় প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। আমরা দেখছি যে, তাওরাত, যাবূর ও ইঞ্জিল বলে কথিত ও প্রচারিত এ সকল পুস্তকের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে অনেক জাল কথা রয়েছে, যেগুলি জাল বলে ইহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতগণও স্বীকার করতে বাধ্য হন। এতে এ সকল পুস্তকের সকল বক্তব্যই গ্রহণযোগ্যতা হারায়। কারণ যে সকল বক্তব্য জাল বলে প্রমাণিত নয় সেগুলিও জাল হতে পারে আবার নাও হতে পারে। সেগুলি জাল না বিশুদ্ধ তা প্রমাণ করার কোনো উপায় নেই।

এখন এগুলির মধ্য থেকে সঠিক বক্তব্য যাচাই করার একমাত্র ভিত্তি আল-কুরআন। মহান আল্লাহ্ বলেন: "এবং আপনার উপর সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, তার পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থক (confirmer) ও পর্যবেক্ষক-নিয়ন্ত্রক (watcher) রূপে।"[৪০] এ সকল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যমান কোনো তথ্য যদি কুরআনের সাক্ষ্যে সত্য বলে প্রমাণিত হয় তবে আমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করি। আর যে তথ্য কুরআনের সাক্ষ্যে মিথ্যা বলে প্রমাণিত তাকে আমরা মিথ্যা বলে বিশ্বাস করি। আর কুরআন যদি সে বিষয়ে নীরব থাকে, তবে আমরাও সে বিষয়ে নীরব থাকি; কারণ তা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে।

৫. ৪. ৭. বাইবেলের সাক্ষ্যেই তা অপূর্ণ

প্রচলিত তাওরাত, যাবূর ইঞ্জিল যদি বিশুদ্ধ ও জালিয়াতি-মুক্ত হতো, তাহলেও কোনো মুসলিম কখনোই সত্যসন্ধানে তা পড়তেন না। কারণ তাওরাত-ইঞ্জিলের সাক্ষ্য অনুসারে তা অপূর্ণ। তাতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরবর্তীকালে অন্য নবীর আগমন ঘটবে যিনি আল্লাহর দীনের পূর্ণতা প্রদান করবেন। এ বিষয়ে এতে অনেক বক্তব্য রয়েছে। প্রচলিত তাওরাতের একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ বলেছেন: "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী (a Prophet from among their brethren, like unto thee) উৎপন্ন করিব, ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব; আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।[৪১]

এখানে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, তাওরাতের পরে একজন নবী আসবেন যার কথাই চূড়ান্ত হবে এবং তার কথা যারা না মানবে তাদের শাস্তি পেতে হবে। কাজেই তাওরাতের সত্য চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ নয়।

প্রচলিত ইঞ্জিলে ঈসা মাসীহ বলেছেন: "তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় (ফারাক্লীত/ the Comforter/the Counselor) তোমাদের নিকটে আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। .... তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সেই সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা (the Spirit of truth আস-সাদিক/ আল-আমিন), যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।"[৪২]

এখানে ঈসা মাসীহ খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি সব সত্য বললেন না, তার পরে সত্যের আত্মা বা আস-সাদিক/ আল-আমীন আগমন করবেন, যিনি তাদেরকে সকল সত্য জানাবেন। কাজেই ঈসা মাসীহের প্রকৃত ইঞ্জিলও অপূর্ণ, তাতে সমস্ত সত্য ও পূর্ণ সত্য নেই।

এভাবে আমরা দেখছি যে, প্রচলিত তাওরাত-ইঞ্জিলের সাক্ষ্য অনুসারে তা অপূর্ণ। অন্য কেউ এসে তাকে পূর্ণতা প্রদান করবে বলে তা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে। কোনো মুসলিম এরূপ অপূর্ণ সত্য সন্ধান করতে পারেন না; কারণ কুরআন মাজীদ তার সত্যের পূর্ণতার সগৌরব ঘোষণা প্রদান করেছে: "আজ আমি পূর্ণতা প্রদান করলাম তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে, পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের উপর তোমাদের নিয়ামত এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[৪৩]

কাজেই, জালিয়াতি-পূর্ণ তাওরাত-ইঞ্জিল তো দূরের কথা, মূল বিশুদ্ধ জালিয়াতি-মুক্ত তাওরাত, যাবূর বা ইঞ্জিল হাতে পেলেও কোনো মুসলিম সত্য সন্ধান বা মুক্তির সন্ধানে তা পাঠ করবেন না। যে গ্রন্থ নিজেই নিজের অপূর্ণতার সাক্ষ্য দিয়েছে সত্যানুসন্ধানী কেন তা পাঠ করবেন?

৫. ৪. ৮. বাইবেলের সাক্ষ্যেই তা সাম্প্রদায়িক

বিশুদ্ধ তাওরাত-ইঞ্জিল বিদ্যমান থাকলেও কোনো মুসলিম বা কোনো অ-ইস্রায়েলীয় মানুষ তা পাঠ করে লাভবান হতেন না। কারণ তাওরাত-ইঞ্জিল সার্বজনীন নয়, বরং সাম্প্রদায়িক, অর্থাৎ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য, বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নয়।

তওরাত-ইঞ্জিলের সর্বত্র বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা কেবল ইস্রায়েল বংশীয়দের মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য, অন্য কোনো জাতি, গোত্র, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষ তাওরাত-ইঞ্জিলের সত্যে উপকৃত হবেন না। এখানে মুক্তি, রহমত বা বরকত লাভের জন্য বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সততা বা তাকওয়া মূল বিষয় নয়, মূল বিষয় হলো ইস্রায়েলীয় বংশের মানুষ হওয়া। এতে ঈমান বা সততার মানুষদের বিচার করা হয় নি, বরং বংশ ও রক্তের ভিত্তিতে মানুষের বিচার করা হয়েছে। ইস্রায়েল বংশীয় মানুষ যত খারাপই হোক সে ঈশ্বরের সন্তান। তারই জন্য তাওরাত-ইঞ্জিলের বাণী। আর অন্য সকল বংশ, গোত্র, দেশ ও বর্ণের মানুষ কুকুর বা মানবেতর পশুর সমতূল্য। কোনো বিশ্বাস, সততা বা কর্মের দ্বারা সে ইস্রায়েল বংশীয়দের সমান হতে পারে না। তাওরাত-ইঞ্জিলে ঈমান, সততা বা নেককর্মের যে দাওয়াত রয়েছে তা শুধু ইস্রায়েল বংশীয়দের জন্য, তারা এগুলির মাধ্যমে আল্লাহর আরো ভাল সন্তান হবে এবং আরো বেশি কল্যাণ লাভ করবে। অন্য কোনো বংশের মানুষদের জন্য এ দাওয়াত নয়। বরং তাদেরকে দাওয়াত দিতে সুস্পষ্টত নিষেধ করা হয়েছে।

তাওরাত-ইঞ্জিলের সর্বত্রই একথাটি বারংবার বলা হয়েছে। এখানে শুধু ইঞ্জিল থেকে ঈসা মাসীহের কয়েকটি বক্তব্য উদ্ধৃত করছি।

প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈসা মাসীহ তাঁর বারোজন শিষ্য বা হাওয়ারিকে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়ে বলেন: "এই বারো জনকে যীশু প্রেরণ করিলেন, আর তাঁহাদিগকে এই আদেশ দিলেন- তোমরা পরজাতিগণের (Gentiles) পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, 'স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল'।"[৪৪]

এখানে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় ঈসা মাসীহ বলেছেন যে, তার ধর্ম সার্বজনীন বা সকল মানুষের জন্য নয়। পরজাতি অর্থাৎ অ-ইহূদী বা অ-ইস্রায়েলীয় কোনো মানুষকে তার ধর্মে দীক্ষা দেওয়া যাবে না। এমনকি শমরীয়গণ যারা মূলত ইস্রায়েলীয়, কিন্তু অ-ইস্রায়েলীয়দের সাথে বিবাহ-শাদী করে অন্যবংশে মিশেছিল তাদেরকেও ঈসা মাসীহের ধর্মে দীক্ষা প্রদান করা যাবে না। কেবল "ইস্রায়েলীয়দের" মধ্যেই তার ধর্মের প্রচার সীমাবদ্ধ থাকবে। খৃস্টধর্মের স্বর্গরাজ্যের সুসংবাদ শুধু ইস্রায়েলীয়দের জন্য।

প্রচলিত ইঞ্জিলে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, যীশু খৃস্ট কবর থেকে পুনরুত্থানের পর শিষ্যদেরকে সমুদয় জগতে সকল

সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচারের নির্দেশ দেন।[৪৫] প্রচলিত ইঞ্জিলগুলিতে যীশুর কবর থেকে উত্থানের বর্ণনা পরস্পর বিরোধী ও সাংঘর্ষিক, যেগুলি পর্যালোচনা করলে সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে, এগুলি সবই জাল ও পরবর্তীকালে সংযোজিত। আর এ সংযোজিত কথাটির অর্থ সমুদয় জগতের সকল ইস্রায়েলীয় মানুষের কাছে সুসমাচার প্রচারের নির্দেশ, অ-ইস্রায়েলীয়দের কাছে নয়। কারণ যীশু তো মিথ্যা বলতে পারেন না বা পরস্পর বিরোধী নির্দেশ দিতে পারেন না।

অথবা এ কথার অর্থ, অ-ইস্রায়েলীয়দের কাছে এ সুসমাচার প্রচার করবে যে, তাদের কেউ যদি নিজেকে "উচ্ছিষ্ট-খেকো কুকুর" বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করে তবে সে স্বর্গরাজ্য পেতে পারে। যীশুর পরবর্তী বক্তব্য থেকে আমরা তা বুঝতে পারব।

অ-ইস্রায়েলীয়দেরকে খৃস্টধর্মের দীক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণও ঈসা মাসীহ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন: "পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদের সম্মুখে ফেলিও না; পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলায়, এবং ফিরিয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করে।"[৪৬]

অর্থাৎ অ-ইস্রায়েলীয়গণ কুকুর ও শূকর-তূল্য। কাজেই কোনো পবিত্র বস্তু তাদেরকে দেওয়া যাবে না। ধর্মের দীক্ষা বা স্বর্গের পথ তো দূরের কথা, জাগতিক চিকিৎসা বা ঝাড়-ফুঁকও তাদের দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে প্রচলিত "ইঞ্জিল শরীফে" উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈসা মাসীহ ঝাড়-ফুঁক বা দুআ-তদবীর দিয়ে জিন ছাড়াতেন। এতে তিনি খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। একজন কানানীয় বা ফিলিস্তিনী মহিলার মেয়ে জিন বা ভুত আক্রান্ত ছিল। মহিলা ঈসা মাসীহের কাছে মেয়ের জন্য একটু দুআ চাইলে তিনি দুআ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, তিনি শুধু ইস্রায়েলীয়দের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনি অ-ইস্রায়েলীদেরকে দুআও করতে পারবেন না। এ বিষয়ে "ইঞ্জিল শরীফের" বক্তব্য দেখুন: "আর দেখ, ঐ অঞ্চলর এক জন কনানীয় স্ত্রীলোক আসিয়া এই বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি ভূতগস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। কিন্তু তিনি তাহাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁহার শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ইহাকে বিদায় করুন, কেননা এ আমাদের পিছনে পিছনে চেঁচাইতেছে। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল-কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই (I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel)। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্রভু, আমার উপকার করুন। তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয় (It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs)।"[৪৭]

ইঞ্জিলের অন্যত্র বলা হয়েছে: "তখনই এক জন স্ত্রীলোক, যাহার একটি মেয়ে ছিল, আর তাহাকে অশুচি আত্মায় পাইয়াছিল, তাঁহার বিষয় শুনিতে পাইয়া আসিয়া তাঁহার চরণে পড়িল। স্ত্রীলোকটি গ্রীক, জাতিতে সুর-ফৈনীকী। সে তাঁহাকে বিনতি করিতে লাগিল, যেন তিনি তাহার কন্যার ভূত ছাড়াইয়া দেন। তিনি তাহাকে কহিলেন, প্রথমে সন্তানরা তৃপ্ত হউক, কেননা সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নয়। কিন্তু স্ত্রীলোকটি উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, হাঁ, প্রভু, আর কুকুরেরাও মেজের নিচে ছেলেদের খাদ্যের গুঁড়াগাঁড়া খায়। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, এই বাক্য প্রযুক্ত চলিয়া যাও, তোমার কন্যার ভূত ছাড়িয়া গিয়াছে।"[৪৮]

এখানে ঈসা মাসীহ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দুটি বিষয় জানিয়েছেন:

প্রথমত: তাঁকে পৃথিবীর সকল মানুষের মুক্তির জন্য প্রেরণ করা হয় নি। তাঁকে কেবল ইস্রায়েলীয়দের মুক্তির দূত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁর ইঞ্জিলে পরিত্রাণ, মুক্তি, স্বর্গ-রাজ্য ইত্যাদি বিষয়ে যা কিছু বলা হয়েছে তা সবই শুধু ইস্রায়েলীয়দের জন্য। অন্য কোনো বংশের বা রক্তের মানুষ এগুলি অনুসরণ করে মুক্তি বা পরিত্রাণ পাবে না।

দ্বিতীয়ত: ইস্রায়েলীয়গণ ঈশ্বরের সন্তান। অ-ইস্রায়েলীয় মানুষ কুকুর বৈ কিছুই নয়। সন্তানের খাদ্য যেমন কুকুরকে দেওয়া ঠিক নয়, তেমনি অ-ইস্রায়েলীয় কোনো মানুষকে ঈসা মাসীহের দুআ দেওয়াও ঠিক নয়। তবে যদি কোনো অ-ইস্রায়েলীয় নিজেকে উচ্ছিষ্ট-খেকো কুকুর বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করে তবে হয়ত সে ঈসা মাসীহের দুআ দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

পক্ষান্তরে কুরআনে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্ব মানবতার বা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন ধর্ম। মহান আল্লাহ বলেন: "আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।"[৪৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন: "বল: হে মানবজাতি, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল।"[৫০]

অন্যত্র তিনি বলেছেন: ‘‘তিনিই মহিমাময় যিনি তাঁর বান্দার উপরে ফুরকান নাযিল করেছেন, যেন তিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য ভয় প্রদর্শনকারী হন।’’[৫১]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে: ‘‘নিশ্চয় আমি আপনাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য করুণা বা রহমত-স্বরূপ প্রেরণ করেছি।’’[৫২]

আর এজন্যই কুরআনে রক্ত, বংশ, ভাষা বা বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করা হয় নি। রক্ত বা বর্ণের কারণে কাউকে সন্তান ও কাউকে কুকুর বলা হয় নি। বরং কর্ম ও সততার দ্বারা মানুষকে বিচার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন: “হে মানব জাতি, আমি তোমাদেরকে একটিমাত্র নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্র বানিয়েছি পরস্পরের পরিচয় লাভের জন্য; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই অধিক সম্মানিত যে অধিক সৎ বা আল্লাহ-ভীরু।”[৫৩]

সুপ্রিয় পাঠক, একজন মানুষ কি নিজেকে উচ্ছিষ্ট-খেকো কুকুর বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করে ইঞ্জিল শরীফ থেকে মুক্তির পথ খুঁজবেন? না বিশ্ব মানবতার সাম্য ও মুক্তির সনদ কুরআনের মধ্যে মুক্তি সন্ধান করবেন?

“শুধু ইস্রায়েলীয় ছাড়া কারো জন্যই তিনি প্রেরিত হন নি”- ঈসা মসীহের এ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পরেও কি কোনো বাঙ্গালী, ভারতীয়, আর্য, দ্রাবিড় বা অন্য কোনো অ-ইস্রায়েলীয় মানুষ ঈসা মাসীহের মধ্যে মুক্তি সন্ধান করবেন? না “সকল মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত” মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মধ্যে মুক্তি সন্ধান করবেন?

৫. ৪. ৯. খৃস্টানগণও ইঞ্জিলে বিশ্বাস করেন না, পরীক্ষা করুন!

সুপ্রিয় পাঠক, খৃস্টান বা “ঈসায়ী মুসলমান” বলে দাবিকারী বা “তাওরাত”, “যাবূর”, “ইঞ্জিল” বা “কিতাবুল মুকাদ্দাস” প্রচারকারী কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলে তাকে প্রশ্ন করুন: আপনার হাতের এ পুস্তকটি যে সত্য ও প্রকৃত “ইঞ্জিল শরীফ” তা আপনি কি নিজে বিশ্বাস করেন? স্বভাবতই তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তা বিশ্বাস করি। তখন আপনি তাকে বলবেন: ইঞ্জিল শরীফ থেকে দ্বিতীয় ইঞ্জিল বা মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৬ অধ্যায়ের ১৭-১৮ শ্লোক বা আয়াত একটু পড়ুন। শ্লোকগুলি নিম্নরূপ: And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues; They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.

বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত “পবিত্র নতুন নিয়মে” শ্লোকগুলির অনুবাদ নিম্নরূপ: “যারা বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে এই চিহ্নগুলি দেখা যাবে- আমার নামে তারা মন্দ আত্মা ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে করে সাপ তুলে ধরবে, যদি তারা ভীষণ বিষাক্ত কিছু খায় তবে তাদের কোন ক্ষতি হবে না, আর তারা রোগীদের গায়ে হাত দিলে রোগীরা ভাল হবে।”

এখানে ৫টি চিহ্নের কথা বলা হয়েছে। প্রথম চিহ্ন ভূত তাড়ানো। হিন্দু, মুসলিম, নাস্তিক, আস্তিক, জংলী, সভ্য সকলেই জিন-ভূত বা মন্দ আত্মা তাড়ানোর দাবি করে। যেহেতু ভূত দেখা যায় না, সেহেতু এ বিষয়টি প্রমাণযোগ্য নয়। দ্বিতীয় চিহ্ন নতুন নতুন ভাষায় কথা বলা। এটি প্রমাণযোগ্য, যদি কেউ শিক্ষা ছাড়া ইচ্ছা করলেই নতুন নতুন ভাষায় কথা বলতে পারেন তাহলে তা “চিহ্ন” হিসেবে গণ্য হয়। তবে সাধারণ পাঠকদের জন্য এ পরীক্ষাটি অসম্ভব; কারণ তারা এরূপ নতুন নতুন ভাষা জানেন না, কাজেই পরীক্ষা করবেন কিভাবে। তৃতীয় চিহ্ন সাপ হাতে তুলে ধরা। এটিও প্রমাণযোগ্য, তবে বিষধর সাপ যোগাড় করা কষ্টকর।

চতুর্থ চিহ্নটিই সবচেয়ে সহজ-পরীক্ষণীয়: “ভীষণ বিষাক্ত” কিছু খাওয়া। এরূপ বিষ যোগাড় করা বেশি কঠিন নয়। আপনি উক্ত প্রচারককে প্রশ্ন করুন, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, এগুলি সত্যই যীশুর বাণী এবং পুস্তকটি সত্যই ইঞ্জিল শরীফ। তিনি এবার একটু দ্বিধার সাথে ‘হাঁ’ বলবেন। তখন আপনি এক গ্লাস “ভীষণ বিষাক্ত” বিষ এনে তার সামনে দিয়ে বলবেন, ভাই, এ বিষটুকু পান করে প্রমাণ করুন যে, আপনি সত্যই এ গ্রন্থের সত্যতায় বিশ্বাস করেন। যদি আপনি এ বিষ পান করে জীবিত থাকেন তাহলে আমরা বুঝব যে, এ গ্রন্থটি প্রকৃত ইঞ্জিল এবং আমরা এ গ্রন্থ বিষয়ে তখন আপনার সাথে আলোচনা করব। আর যদি আপনি মরেও যান, তবে বুঝব যে, গ্রন্থটি জাল হলেও আপনার বিশ্বাস পুরোপুরিই ছিল।

পাঠক, ভয় পাবেন না, তিনি ভীষণ বিষাক্ত বিষ পান করে জীবিত থাকলে আমাদের অসুবিধা নেই। আমরা আমাদের চুক্তি অনুসারে প্রচলিত ইঞ্জিলকে সঠিক ধরে তা নিয়ে আলোচনায় বসব। এ গ্রন্থই প্রমাণ করবে যে, ত্রিত্ববাদ, মূল-পাপবাদ, প্রায়শ্চিত্ত্ববাদ ইত্যাদি খৃস্টধর্মের মূল বিশ্বাস সবই ভিত্তিহীন। এ প্রচলিত ইঞ্জিলই প্রমাণ করে যে, যীশুকে কোনোভাবে ঈশ্বর বলা যাবে না, যীশুকে ঈশ্বর বা ‘গড’ (God) তো দূরের কথা, ভাল বা ‘গুড’ (Good)-ও বলা যাবে না, যীশুকে ভক্তি করে জান্নাত মিলবে না, বরং আল্লাহর বিধান মানলেই জান্নাত মিলবে, প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফই প্রমাণ করে যে, যীশুর পরে আস-সাদিক আল-আমিন মুহাম্মাদ (ﷺ) আগমন করবেন....। প্রচলিত “কিতাবুল মুকাদ্দাস”-এর মধ্যে কুরআন-নির্দেশিত তিন প্রকার বিকৃতি: ভুলে যাওয়া, পরিবর্তন ও জাল-সংযোজনের পরেও মূল সত্যের কিছু কিছু রয়ে গিয়েছে। এরূপ কিছু সত্য দিয়ে আমরা এ সকল বিষয় সন্দেহাতীতভাবে

প্রমাণ করব।

কিন্তু, আপনার দুর্ভাগ্য! "ভীষণ বিষাক্ত" বিষ খেয়ে অক্ষত থাকা "বিশ্বাসী" খৃস্টান দেখার সৌভাগ্য আপনার হবে না। এমনকি বিশ্বাসের জোরে এরূপ বিষ খেয়ে মৃত্যু বরণ করা "বিশ্বাসী" খৃস্টান দেখার সৌভাগ্যও আপনার হবে না। পাঠক, আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, উক্ত অবিশ্বাসী প্রচারক নানা অজুহাত দিয়ে পালাবার পথ খুঁজবেন। কোনো অবস্থাতেই তিনি এ বিষ পান করবেন না। এতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, খৃস্টানগণ নিজেরাই এ গ্রন্থের সত্যতায় ও যীশুখৃস্টের সত্যতার পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না। তারা নিজেরা অবিশ্বাসী। এরপরও তারা প্রতারণার মাধ্যমে মুসলিমদের ঈমান হরণ করে অবিশ্বাসী বানাতে বদ্ধপরিকর। মহান আল্লাহ প্রতারকদের ক্ষপ্পর থেকে মুসলিমদেরকে রক্ষা করেন।

গ্রন্থকার রচিত কয়েকটি বই

১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা
২. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন
৩. হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা
৪. রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর যিক্র-ওযীফা
৫. মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)
৬. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ
৭. সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর
৮. মুনাজাত ও নামায
৯. সহীহ মাসনূন ওযীফা
১০. আল্লাহর পথে দাওয়াত
১১. ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা
১৩. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল
১৪. بُحُوثٌ في عُلُومِ الْحَدِيْثِ (বুহূসুন ফী উলুমিল হাদীস)
১৫. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ
১৬. ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযূআত: একটি বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা
১৭. ইমাম আবূ হানীফা (রাহ)-এর আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা
১৮. বাইবেল থেকে কুরআন
১৯. ইসলামের কয়েকটি রাজনৈতিক পরিভাষা
২০. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মৃত্যু, জানাযা, দাফন, যিয়ারত ও দুআ
২১. কী নতুন নিয়ে এলেন মুহাম্মাদ (ﷺ)
২২. বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণ: পীর-মাশাইখ, শিক্ষা-বিস্তার, দাওয়াত ও রাজনীতি
23. A Woman From Desert
24. Jihad of the Holy Bible and Jihad of Muhammad ﷺ
২৫. রাসূলুলাহ (ﷺ)-এর পোশাক
২৬. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আংশিক)
২৭. ইযহারুল হক্ক (আলামা রাহমাতুলাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ
২৮. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ